CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-350 ■ 29 September, 2026 ■ আগরতলা ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ১১ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গুলি, রণক্ষেত্র গোমতী জেলা

আহত প্রার্থী, পুলিশ সুপার সহ একাধিক

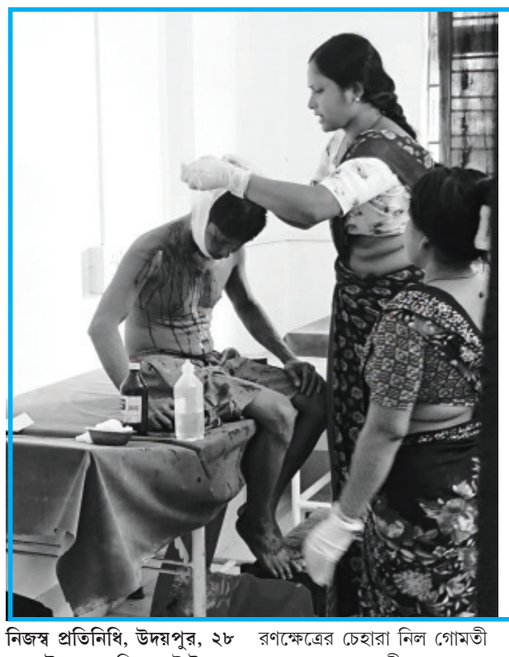

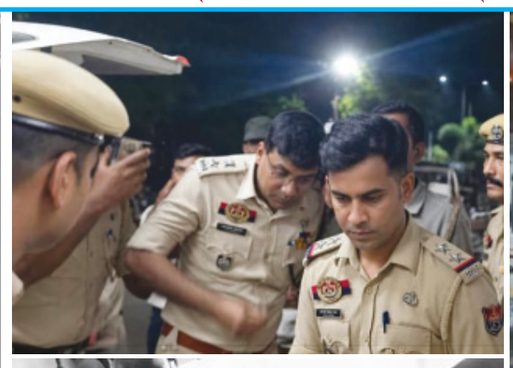

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের (টিটিএএডিসি) অধীন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সোমবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল গোমতী জেলার মহারানী এলাকা। ভোটগ্রহণ চলাকালীন মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ওয়ারেংবাড়ি এলাকায় গুলিচালনার ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন তিপ্রা মথার প্রার্থী খচীন্দ্র রিয়াং (৩৬)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মহারানী-সহ সংলগ্ন এলাকায়। পরে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ চলাকালীন ইটের আঘাতে রক্তাক্ত হন গোমতী জেলার পুলিশ সুপার অনির্বাণ দাস। আহত হন এক সেক্টর অফিসারও। ভাঙচুর করা হয় উদয়পুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায়ের গাড়ি-সহ একাধিক যানবাহন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে উদয়পুরে যান আইজি (আইনশৃঙ্খলা) মনচাক ইপ্পার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের ভোটগ্রহণ মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হয়। তবে দুপুরের পর থেকে মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলংবাড়ি, দাতারাম ও ওয়ারেংবাড়ি-সহ বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা বাড়তে থাকে। অভিযোগ, অমরপুরের দিক থেকে আসা এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ছয় থেকে সাতজনের একটি দল ওয়ারেংবাড়ি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেই সময় গুলিচালনার ঘটনা ঘটে এবং তিপ্রা মথার প্রার্থী খচীন্দ্র রিয়াং গুলিবিদ্ধ হন। এই ঘটনায় তাঁর কয়েকজন সমর্থকও আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তবে গুলিচালনার প্রকৃত কারণ ও ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা তদন্তসাপেক্ষ।

গুলিবিদ্ধ খচীন্দ্র রিয়াংকে দ্রুত উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর আঘাতের স্থান থেকে গুলি বের করা সম্ভব না হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে আগরতলায় স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় আহত উদয় রাম রিয়াংয়ের চিকিৎসা গোমতী জেলা হাসপাতালে চলছিল।

গুলিচালনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মহারানী এলাকায় উত্তেজনা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোট দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মহিলার মৃত্যু, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর ।। ভোট দিতে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে ধলাই জেলার বনকুমারী এলাকায়। দুর্ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছেন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ছাওমনুতে ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন কয়েকজন। পথে বনকুমারী এলাকায় ব্যাটারিচালিত টমটম দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় লক্ষ্মী স্মৃতির চাকমা নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়। পাশাপাশি আরও চারজন আহত হন।

দুর্ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে কুলাই হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ভোট দিতে যাওয়ার পথে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নেপালে হিমলুং বেস ক্যাম্পে তুষারধস, মৃত ৩, নিখোঁজ ১২

কাঠমান্ডু, ২৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস)।। নেপালের পশ্চিমাঞ্চলীয় পার্বত্য জেলা মানাংয়ে মাউন্ট হিমলুংয়ের বেস ক্যাম্প এলাকায় তুষারধসে অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও ১২ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন এক সরকারি আধিকারিক।

মানাংয়ের প্রধান জেলা আধিকারিক মুক্তি প্রসাদ খানাল আইএএনএসকে জানান, দুর্ঘটনাস্থল থেকে এখনও পর্যন্ত চারজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া দুটি দেহ কাঠমান্ডুতে পাঠানো হয়েছে এবং আরও দুটি দেহ হেলিকপ্টারে করে মানাংয়ের জেলা সদর চামে নিয়ে আসা হয়েছে।

৭,১২৬ মিটার উচ্চতার হিমলুং পর্বতের বেস ক্যাম্পে তুষারধসের সময় বিভিন্ন অভিযাত্রী সংস্থার দুই ডজনেরও বেশি গাইড ও সহায়ক কর্মী ছিলেন বলে জানা গেছে। শরৎকালীন পর্বতারোহণ মরশুমের আগে তাঁরা দড়ি স্থাপন এবং তাঁবু তৈরির কাজে সেখানে ছিলেন।

খানাল জানান, দুর্ঘটনার পর ১১ জনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর মতে, তুষারধসের সময় বেস ক্যাম্পে মোট ২৭ জন ছিলেন বলে ধারণা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুলিকাণ্ডে তিনটি অভিযোগ কমিশনে

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে ৮০ শতাংশ ভোটদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি)-এর অধীন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে সোমবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ ভোট পড়েছে। সোমবার এই তথ্য জানিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পি. কে. চক্রবর্তী। নির্বাচন মোটের উপর শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও অবাধভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। তবে ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে গোমতী জেলায় একটি গুলিচালনার ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে তিনটি অভিযোগ জমা পড়েছে। এছাড়াও গামারিয়া স্ট্রংরুমে রক্তাক্ত হয়েছেন গোমতী জেলার পুলিশ সুপার অনির্বাণ দাস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বিকেল থেকেই। খোদ এসডিপিও-এর গাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে উদয়পুর মহারানীতে। হামলায় রক্তাক্ত হয়েছেন সেক্টর অফিসারও। আইজি আইন শৃঙ্খলা মনচাক ইপ্পার ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা ঘটনার খোঁজখবর নিয়েছেন।

সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত

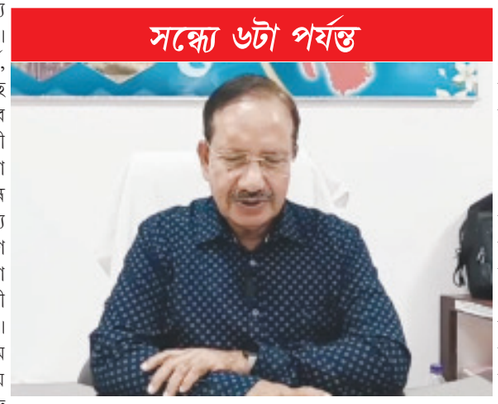

উল্লেখ্য, সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, রাজ্যের ৪৪টি ব্লকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৭টা থেকে ১,০৯৫টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এই নির্বাচনে মোট ভোটার রয়েছেন ৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৯৭৭ জন। গোটা নির্বাচনী এলাকায় মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ১,৫৫০টি। তবে যেসব কেন্দ্রে সোমবার ভোটগ্রহণ হয়েছে, সেখানে ভোটদানের জন্য নির্ধারিত ভোটারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৪৭ জন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হওয়া কেন্দ্রগুলিতে প্রায় ৭৯ শতাংশ ভোট পড়েছিল। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ সেই হার বেড়ে প্রায় ৮০ শতাংশে পৌঁছায়। বিকেল ৪টের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কয়েকটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছিল। সেই কারণে চূড়ান্ত ভোটদানের হার নির্ধারণের জন্য ভোটগ্রহণ সম্পূর্ণ হওয়া এবং যাবতীয় নথিপত্র যাচাইয়ের অপেক্ষা করতে হবে।

পি. কে. চক্রবর্তী জানান, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ভোটকর্মীরা ব্যালট বাক্স, ব্যালট পেপার এবং নির্বাচনের অন্যান্য নথিপত্র নির্দিষ্ট রিটার্নিং অফিসারদের কাছে জমা দেবেন। এরপর রিটার্নিং অফিসারদের ডায়েরি এবং ব্যালট পেপারের হিসাব যাচাই করে চূড়ান্ত ভোটদানের হার নির্ধারণ করা হবে। কমিশনের আশা, রাত ১০টার মধ্যে শেষ ভোটগ্রহণকারী দলগুলিও নির্ধারিত সংগ্রহকেন্দ্রে পৌঁছে যাবে। তারপরই নির্বাচনের চূড়ান্ত পরিসংখ্যান সংকলন করে প্রকাশ করা হবে।

কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, নির্বাচনের মোট ১,৬২৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। ফলে ওই আসনগুলিতে ভোটগ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। অন্যদিকে, ভোটগ্রহণের আগেই নির্বাচনকর্মী, ভোটকর্মী ও পুলিশকর্মী-সহ মোট ৬,৬২৮ জন নির্বাচনী দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মী ইলেকশন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনিয়মের অভিযোগ

পুনর্নির্বাচনের দাবি সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) অন্তর্গত ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ তুলল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মার্কসবাদী)-র ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী। সোমবার এক বিবৃতিতে দলটির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, ভোটগ্রহণের দিন বেশ কয়েকটি ভিলেজে শাসক জোটের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সিপিআই(এম) সহ বাম দলগুলির প্রার্থী ও পোলিং এজেন্টদের ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দিয়েছে। পাশাপাশি শারীরিকভাবে নিগ্রহের ঘটনাও ঘটেছে বলে দাবি করা হয়েছে।

সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বিবৃতিতে বলা হয়, মনোনয়নপত্র দাখিলের পর্ব থেকেই শাসক জোটের শরিক বিজেপি ও তিপ্রা মথার বিরুদ্ধে বিরোধী প্রার্থীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে বহু আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করা হয়েছে বলে দাবি দলের। ওই আসনগুলি বাদ দিয়ে অন্যান্য আসনে ভোটারদের সাহসের সঙ্গে বামফ্রন্টের পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানানো হয়েছিল বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

দলের দাবি, বিভিন্ন বাধা ও প্রতিকূলতা উপেক্ষা করেও ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এজন্য নির্বাচকমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানিয়েছে সিপিআই(এম)-এর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রার্থী ও পোলিং এজেন্টদের বাধার অভিযোগ রাধাচরণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর ভিলেজ কমিটি নির্বাচন চলাকালীন দলীয় প্রার্থী ও পোলিং এজেন্টদের বাধার মুখে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ করল সিপিআই(এম)। সোমবার দলের প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন টিটিএএডিসির চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার রাধাচরণ দেববর্মা এই অভিযোগ করেন।

রাধাচরণ দেববর্মার অভিযোগ, একাধিক এলাকায় সিপিআই(এম)-কে প্রার্থী দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, কয়েকটি ভোটকেন্দ্র থেকে দলের পোলিং এজেন্টদের জোর করে সরিয়ে দেওয়ারও অভিযোগ করেন তিনি।

সোমবার সকাল ৭টা থেকে টিটিএএডিসির ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। মোট ৫৮৭টি ভিলেজ কমিটির ৪,৫৯৭টি আসনের মধ্যে ২,৯৫০টি আসনে এদিন ভোটগ্রহণ হচ্ছে।

সিপিআই(এম) নেতা জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ১৩টি ব্লকের মধ্যে ১২টি ব্লকেই, পাশাপাশি সিপাহিজলা জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকাতেও প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রে দলকে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। তবে মান্দাই ব্লকে এই ধরনের সমস্যা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীদল নির্বাচনে হারলে ইভিএম বা কমিশনকে দোষারূপ করে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর ।। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি যেখানেই নির্বাচনে হেরে যায় বা জনগণের সমর্থন পায় না, সেখানেই তারা ইভিএম বা নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ করেযা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তিনি আরও বলেন যে, একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সাথে থাকা অন্য দুই কমিশনার বারবার এসআইআর বা অন্যান্য বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। এবং নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরে বারবার মতপার্থক্য ও আলোচনা নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তবে আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, নির্বাচন কমিশনের ভেতরে আলোচনা হতে পারে; মতের ভিন্নতা থাকতে পারে। আমি মনে করি এটি একটি স্বচ্ছ ও

সুস্থ গণতন্ত্রের অন্যতম লক্ষণ। যদি ভিন্ন মতামত থাকে কিন্তু পরবর্তীতে ঐকমত্যে পৌঁছানো যায়, তবে তা গণতন্ত্রের জন্য খুবই সুখকর এবং প্রাণবন্ত বিষয়। আর নির্বাচন কমিশনের ভেতরে আলোচনা বা দ্বিমত থাকার অর্থ এই নয় যে এখানে কোনো গণতন্ত্র নেই। বরং এ ধরনের মতামত বিনিময় এবং আলোচনার সুযোগ গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে একটি সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য খুবই প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিরোধী দলগুলি যখন এ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলছিল, তখন নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছিল। তিনি জানান যে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সহ মোট তিনজন কমিশনার রয়েছেন এবং তাঁদের স্বাক্ষরের মাধ্যমেই এসআইআর অর্থাৎ স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন (বিশেষ নিবিড় সংশোধন) সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি স্পষ্ট করা হয়েছে। এসআইআর সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি একটি একক ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত, যা জনগণের সামনে পরিষ্কার করা হয়েছে। অতএব, আজ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশন উপলক্ষে

সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে নিউইয়র্কে যাচ্ছেন বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর ।। রাষ্ট্রসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষে ভারতের সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে নিউইয়র্ক সফরে যাচ্ছেন পশ্চিম ত্রিপুরার লোকসভা সাংসদ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আগামী ৫ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত তাঁর এই সফর নির্ধারিত রয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের এবারের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনে ভারতের ঘোষিত অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক দক্ষিণের উন্নয়নমূলক স্বার্থকে তুলে ধরা, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, শান্তিরক্ষা, টেকসই উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রসংঘের সংস্কারসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়।

রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশনের প্রকাশিত ৮১তম সাধারণ অধিবেশনের অগ্রাধিকারপত্র অনুযায়ী, ভারত রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 29-09-2026, 00:29

জাগরণ
আগরতলা,২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
১১ আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

দীর্ঘ এক দশকের প্রতীক্ষার অবসান

ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ২০২৬-এর ভোট গ্রহণ সফলভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। দীর্ঘ এক দশকের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাইয়া সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশনার পর , ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, এই ঐতিহাসিক তৃণমূল স্তরের গণতান্ত্রিক উৎসব প্রত্যক্ষ করিল পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরা। অত্যন্ত কঠোর ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধীনস্থ এলাকাগুলোতে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। পাহাড়ে গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন ও ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ২০২৬ এক দশকের অবসান এবং ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ততার শেষ ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ২০১৬ সালে। ২০২১ সালের মার্চ মাসে এর মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন এই নির্বাচন ঝুলিয়া ছিল। ফলে গ্রামীণ স্তরের উন্নয়ন এবং স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে এক প্রকার বঞ্চিত ছিলেন প্রান্তিক পাহাড়ি জনপদগুলো। সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে অবশেষে ভোট গ্রহণের এই দিনটি আসায় ভোটারদের মাঝে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। দুর্গম ও পাহাড়ি অঞ্চলের ভোটাররা, বিশেষ করিয়া উপজাতি পুরুষ ও নারীরা তাহাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিত হইয়া ভোর থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলোর সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াইয়া নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিন শেষে প্রায় ৭৯ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পড়িয়াছে, যাহা গ্রামীণ গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের গভীর আস্থার প্রতীক। পরিসংখ্যানের আয়নায় নির্বাচন ২০২৬এবারের নির্বাচনটি ছিল বিশাল ও ব্যাপক ভিত্তিক। মোট ভিলেজ কমিটি৫৮৭টি।মোট আসনের সংখ্যা৪,৫৯৭টি।বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত১,৬৪৪টি আসন (যার সিংহভাগ জিতিয়াছে তিপরা মথা ও বিজেপি।ভোট গ্রহণ হওয়া আসন২,৯৫০টি আসনপ্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী৮,১৭৬ জনমোট যোগ্য ভোটারপ্রায় ৬.৬৫ লক্ষসক্রিয় পোলিং বুথ সংখ্যা১,০৯৫টি।

২০২৬ সালের এই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ত্রিপুরার রাজনীতির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তাহাদের শরিক দল তিপরা মথা পার্টি ও আইপিএফটি যেমন নিজেদের জমি শক্ত করিতে লড়াই করিতেছে, অন্যদিকে বিরোধী সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস এই ভোটকে হাতিয়ার করিয়া পাহাড়ে তাহাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাইতেছে। তিপরা মথা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১,৫৫৭টি আসনে জয় নিশ্চিত করিয়া অ্যাডভান্টেজ পজিশনে রহিয়াছে, যেখানে বিজেপি জিতিয়াছে ৮১টি। তাহা সত্ত্বেও অবশিষ্ট আসনগুলোর লড়াইয়ে প্রতিটি দলই তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে।কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সার্বিক শান্তিঅতীতের সংঘাতের ইতিহাস মাথায় রাখিয়া রাজ্য নির্বাচন দপ্তর এবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো রকম ফাঁকফোকর রাখেনি। মোট ৪৪টি ব্লকে ছড়াইয়া থাকা ভোট কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা রক্ষায় ৭৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী বা প্রায় ৫,০০০ জওয়ান নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া রাজ্য পুলিশ ও ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের আরও ১০,০০০ কর্মীসহ মোট ১৫,০০০-এর বেশি নিরাপত্তা কর্মী পুরো প্রক্রিয়াটির ওপর কড়া নজরদারি রাখেন। ফলস্বরূপ, বিচ্ছিন্ন কিছু বিরোধী অভিযোগ যেমন বামফ্রন্টের পোলিং এজেন্টদের বাধা দেওয়ার দাবি ছাড়া নির্বাচনটি মূলত শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর মেজাজেই শেষ হইয়াছে এবং বড় কোনো সহিংসতার খবর পাওয়া যায়নি। ভোট গ্রহণ পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হওয়ার পরপরই কড়া নিরাপত্তায় সমস্ত ব্যালট বাক্স সিলগালা করিয়া নির্দিষ্ট স্ট্রং রুমে নিয়া যাওয়া
হইয়াছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পূর্ব ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী ৫ অক্টোবর ২০২৬ সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা শুরু হইবে। ত্রিপুরার এডিসি অঞ্চলের গ্রামীণ উন্নয়নের চাবিকাঠি হইলো এই ভিলেজ কমিটিগুলো, যাহা সাধারণ পঞ্চায়েতের সমতুল্য। দীর্ঘ ১০ বছর পর এই ভোট হওয়ার ফলে পাহাড়ের মানুষ আবার তাহাদের নিজেদের প্রতিনিধি সরাসরি নির্বাচন করিবার আইনি ক্ষমতা ফিরিয়া পাইলেন। ব্যালট বাক্সে বন্দি হওয়া এই রায় পাহাড়ে কাহার আধিপত্য বজায় রাখিবেতাহা ৫ অক্টোবরের গণনার পরেই স্পষ্ট হইবে। তবে দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের এই বিপুল স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ত্রিপুরার তৃণমূল স্তরের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আরও বেশি শক্তিশালী ও সংহত করিবে, এটাই এই নির্বাচনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

শিশুর আচরণগত সমস্যা চিহ্নিত করার উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমসন্তানকে আদর-ভালোবাসা যেমন দিতে হয় তেমনি সঠিক পথে রাখার জন্য শাসনও করতে হয়।

অনেকসময় বাবা-মায়ের অতিরিক্ত স্নেহ আদর সন্তানকে নষ্ট করে দিতে পারে। ভাবতে শুরু করে তারা ইচ্ছেমতো যা খুশি করতে পারে। এই ধরনের আচরণগত সমস্যা অনেক অভিভাবক খেয়াল করতে পারেন, আবার অনেকে পারেন না।

শিশু-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে সন্তানের আচরণগত সমস্যা চিহ্নিত করার পন্থা ও সংশোধনের উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

বড়দের অসম্মান করা: বড়দের সঙ্গে খোলামেলাভাবে মেশা বা মন খুলে কথা বলতে পারা স্বাস্থ্যকর সম্পর্কের লক্ষণ। তবে খোলামেলা সম্পর্কের নামে তাদের অসম্মান করে কথা বলা বা অসংবেদনশীল আচরণ করা মোটেও ঠিক নয়। সন্তানকে এই ধরনের আচরণে কখনই উৎসাহ দেওয়া যাবে না।

বরং এমন করতে দেখলে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। প্রথম অবস্থায় এমন আচরণ খুব একটা দৃষ্টিকটু না লাগলেও পরে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যেতে পারে। বা তার ব্যক্তিত্বের একটা অংশেও পরিণত হতে পারে।

যখন তখন বদমেজাজ: আচরণগত সমস্যা আছে এমন শিশুরা সব কিছু নিজেদের ইচ্ছা মতো পেতে চায়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে তারা ঘরে এমনকি বাইরেও জিনিসপত্র ছোড়াছুড়ি করে বা অন্যান্য বিশৃংখল আচরণ করে যা সবসময় মজাদার নাও হতে পারে। তাই শিশুর এমন আচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। আর সব কিছুই যে তার ইচ্ছা মতো হবে না সে শিক্ষাও দিতে হবে।

সব সময় পুরস্কারের প্রলোভন দেখাতে হয়: সন্তানকে শান্ত রাখার জন্য প্রায় সময় কি তাকে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাতে হয়? সহজ বাংলায় যাকে বলে 'ঘুঁষ'।

এটা হতে পারে শিশুর বাজে আচরণের একটা লক্ষণ।

তাই কোনো কিছু চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে বরং 'না' শুনতে কেমন লাগে সেটার একটা পরীক্ষা চালানো যেতে পারে। যদিও প্রথম প্রথম এই 'না' শোনার কারণে বাসার পরিবেশ জটিল আকার ধারন করতে পারে। তবে ধীরে ধীরে সে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ ঘটার অভিজ্ঞতাও লাভ করবে।

দেশভাগ-পরবর্তী উদ্বাস্তু মানুষের জীবন সংগ্রাম ও জীবনান্বেষণ ঃ বাংলা কথাসাহিত্যে তার প্রভাব

আরিফুল ইসলাম সাহাজি

অভিশাপের মতো, উক্তহেতুগত কারণে দেশভাগের যন্ত্রণাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সাহিত্যসাধকদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না ফলে , পরবর্তীতে, দেশভাগের পীড়া ও আর্তনাদ বাংলাভূমির কবি, নাট্যকার ও কথাকারদের মানসপটকে আলোড়িত করেছে। গল্পকারেরা লিখেছেন সহজ সব ছোট গল্প দেরিতে হলেও দেশভাগের পঠভূমির উপর গড়ে উঠল একাধিক স্মরণীয় সব উপন্যাস অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজ' হ্যান আজিজুল হকের 'আগুন পাখি' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব ও পশ্চিম', প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা', 'মিহির সেনগুপ্তের 'বিষাদ বৃক্ষ' জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠান' প্রভৃতি দেশভাগ প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা উপন্যাস।

সাহিত্য সসমাজের দর্পণ, বিষয়টি চিরকলনভাবেই সত্য। ফলে এত বড় একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রের বিপর্যয়কে এড়িয়ে যাওয়া কবি সাহিত্যিকদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কবি মঙ্গলাচরণ তাঁর কবিতার মধ্যে ব্যাপকভাবে আনলেন এই প্রান্তিক ভূমিহীন মানুষগুলোর কথকথা। একটি কবিতায় মঙ্গলাচরণ লিখছেন—

'এস দেখে যাও কুটিকুটি সংসার।
স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ছড়ানো
বে-আব্রু সংসারে
স্বামী নেই, গেল কোথায় তলিয়ে
ভেসে আজ ঠেকেছে, কোথায় ও -যে
ছেঁড়ে কানিটুকু, কোমরজড়ানো
আদুরি, ঘরের বউ—
আমার বাংলা।'

আবার একত্রে তিনি লিখলেন,

'রোজই রাস্তায় দেখি ফুটপাতের
হাঁড়িকুড়ি- ছড়ানো সংসার/
শুকনো মুখ, উস্কোখুসস্ক চুল/
শিয়ালদ'র প্ল্যাটফর্মে আছড়ে পড়া
উদ্বস্তু সংসারে / বিষাদ প্রতিমা'

বিষ্ণু দের কবিতাতেও দেশবাগের ফলে আসা ছিন্নমূল মানুষগুলোর জীবনপট ধরা পড়ে কবি লিখলেন-

'এখানে ওখানে দেখো দেশছাড়া
লোকের ছায়ায় হাঁপায়/ পার্কে
ধারে শানে পথে পথে গাড়ি
বারান্দার/ ভাবে ওরা কী যে ভাবে
ছেড়ে খোঁজে দেশ/এইখানে
কেউ রবিশালের কেউ-বা ঢাকায়'

।

সলিল সেনের 'নতুন ইহুদি' নাটকটি দেশশভাগের অশ্রু ও কান্নার ক গভীর চিত্রপট। এখানে উল্লেখ করি প্রথণ দিকে বাংলা কথাসাহিত্য দেভাগ বিষয়ে কিছুটা চুপ থাকলেও পরবর্তীতে দেশভাগের উপরে কথাসাহিত্যে খুব ভালরকম কাজ হয়েছে। প্রথম দিকের চুপ প্রবাহের পর পঞ্চাশের দশকে উঠে আা কথাকারদের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠল দেশভাগের যন্ত্রণাকর তিক্ততার কথা ছিন্নমূল মানুরে বিপর্যয় ও যন্ত্রণাকর ছবিপট চিত্রিত হল, অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নির্বাস' (১৯৬০) উপন্যাস, নায়ারণ সান্যালের 'বকুলতলা পি এল ক্যাম্প' (১৯৫৫), 'বাল্মীক' (১৯৫৮), অরণ্যদন্ডক' (১৯৬১), শক্তিপদ রাজগুরুর 'তবু বিহঙ্গ' (১৯৬০), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অজুর্ন' (১৯৭১), সমরেশ বুর সুচাঁদের স্বদেশ যাত্রা' (১৯৬১), নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দুরভাষিণী' (১৯৫২), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানুষের ঘরবাড়ি' (১৯৭৮), 'আবাদ' (১৯৮৭) ,'মৃন্ময়ী' (১৯৮৭) ,'দেবমহিমা' (১৯৮৪) প্রভৃতি উপন্যাসে এছাড়াও একাধি গল্প উপন্যা গভীরভাবেই এসেছে দেশভাগের হৃদয়বিদারক ঘটনাপ্রবাহ সব ছবিপট।

অমিয় মজুমদারের 'নির্বাস' উপন্যাসখানি দেশভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন রেলের পড়ে থাকা জমি ও প্লাটফর্মগুলিতে। এক অসসহায় জীবনছবি। 'নির্বাস' উপন্যা অমিয়ভূষণ এই প্ল্যাটফর্মবাী গণমানবের জীবন সংগ্রামকেই তাঁর উপন্যাসের বিষয় হিবে গ্রহণ করলেন আবার এএই ধারার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন সাবিত্রী রায়ের 'স্বরলিপি' উক্ত উপন্যাসে বরিশাল এক্সপ্রেসে আসা হাজার হাজার উদ্বাস্তু মানুষের জীবনপ্রবাহের গল্প চিত্রিত হয়েছে। প্রফুল্ল রায়ের 'নোনা জল মিঠে মাটি' দেশবাগের প্রেক্ষাপটে লেখা একটি স্মরণযোগ্য উপন্যাস এই উপন্যাসে শ্রীরায় প্ল্যাটফর্মবাসী মানুষের বেআব্রু জীবনযাপনের হৃদয়বিদারক ছবিপট দেশভাগের প্রেক্ষাপট নিয়ে বেশ কয়েকটি উপন্যা লিখেছেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'বাল্মীক' ও 'বকুলতলা পি এল ক্যাম্প 'বল্মীক উপন্যা লক্ষ্যগোচর হয় হাজার হাজার উদ্বাস্তু গণমানুষের সমস্যার কথা। আবার 'বুকলতা পি এল ক্যাম্প উপন্যাসে ক্যাম্পবাী মানুষের ইতরকম জীবন ও যাতনার কথা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তবে এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন, তা হল দেশভাগের আর্তনাদ ও কষ্টের ছবিপট কথাসাহিত্য লিখিত হলেও ছিন্নমূল এই মানুষগুলো কীভাবে এদেশের মাটিতে জায়গা করে নিল সেই পরিআবহের বিষয়ে তেমনভাবে আলোকপাত করেননি কথাকারগণ বিশিষ্ট একজন গবেক কিছুটা আফেপ করেই লিখেছিলেন—

'' এই উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে তোলার, এই ছিন্নমূল মানুষের ছড়ানোর ইতিবৃত্তের সব গল্প আমরা অনেকেই জানি দেশবিভাগের অপঘাত খুব কাছ থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কেননা তিনি নিজেই চিলেন দেশভাগের শিকার। এই অপ্রত্যাশিত অভিশাপ যখন তিনটি দেশের মানুরে জীবনকে 'ঘেঁটে ঘ' করে দিয়েছিল। তখন তাঁর সয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। পরিবারের অন্যদের সঙ্গে তিনিও এসেছিলেন ছিন্নমূল হয়ে। ফলে ছিন্নমূল মানুষগুলোর সংগ্রাম এবং শিকড় সন্ধানের ছবিপট বিশ্বসস্ততার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে তাঁর 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' 'মানুরে ঘরবাড়ি' 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান প্রভৃতি উপন্যাসে দেশভাগ্যের গভীর ছায়া লক্ষ্যগোচর হয়। আসলে ছিন্নমূল জীবনকে নিজের জীবনে ধারণ করেছিলেন বলেই তাঁর উপন্যাসের চরিত্র ও ছবিপট এতটা দীবন্ত।। তিনি লিখছেন—

"যেন জীবন শেষ হয়েও হয় না যা লিখি মনে হয় তারপর ও লেখা বাকি থেকে যায়, সেই কবে বাবা কাকা জ্যাঠার সঙ্গে 'বঙ্গ আমার জননী আমার' কথা ভুলে এ দেশে পদার্পণ ছিন্নমূল জীবনে দেখেছিলাম একখণ্ড জমি, একটুখানি বাড়ি, একটুখানি আশ্রয় একটুখানি আহারের জন্য জীবনের সর্বস্ব বাজি রেখে এলাকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ বের বয়ে পড়েছেন। যাঁরা অতীতে ছিলেন এখনও যাঁরা আছেন—দুর্গম কঠিন সংগ্রামের ভিতর থিতু হয়েছিলেন বা হয়েছেন, মহাকাল তাঁদের সেই সংগ্রামের ইতিহাসস গ্রা করবেই যতটুকু পারা যায় দর্পণে উদ্ভাতি করে রাখা।"

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য জীবন জুড়ে এই মহৎ কাজটি সফলভাবেই করতে সক্ষম হয়েছিল।

ওপার বাংলার জনপ্রিয় কথাকার হ্যান আজজুল হক দেভাগের প্রেক্ষাপটে লিখিত তাঁর একটি অনবদ্য সসাহিত্যকাজ 'আগুন পাকি'নামক উপন্যাস উপন্যারে গল্পপট ভীষণ চমৎকার এবং হৃদয়বিদারক।। গ্রাম্য এক বধূ যাঁর শ্বশুরবাড়ি এবং বাবার বাড়ির যে মানুষগুলো তাঁর পরম আপন ও কাছের, তাঁরা বেশিরভাগই হিন্দুজন গভীর মমতায় বাঁধা তাঁদের জীবনপ্রবাহ মেয়েটি স্বামীর কাছ থেকেই শিখে নেয় অল্প স্বল্প লেখাপড়াও কালে কালে মেয়েটি হিন্দু মুসলমান সকলের কাছে শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন কিন্তু হঠাৎ করেই ভাঙন ধরে। একান্নবর্তী ভাবনা ফিকে ধরতে শুরু করল বাইরে রব উঠল দেশটা নাকি ভাগ হবে এক বিরাট হৃদয়পীড়ার মুখে পড়ল মানুষগুলো। আশঙ্কা একদিন সত্য হল আড়াআড়ি ভাগ হল দেশ মানুষও। মুসলমান পাড়ার গণমানুষরা চলে যেতে লাগলেন ভিটে ছেড়ে। অচেনা দেশে কিন্তু সেই মেয়েটি দেশভাগকে মানতে পারল না এই দেশটা তাঁর নয়, এই ভাবনাটাই তাঁর কাছে গভীর পীড়ার।

"আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলেনা ক্যানে আলাদা একটো দ্যাশ হয়েছে...এই দ্যাশটা আমরা লয়।"

দেশভাগের তিক্ততা ও আবেগঘন বিচ্ছেদ উপন্যাসটি অনবদ্য শৈল্পিক মর্যাদায় উত্তীর্ণ করেছে দেশভাগের উপর নিলিখ অন্য একটি অনবদ্য উপন্যাস সসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব ও পশ্চিম' দেশভাগ পীড়ার শিকার হয়েছিলেন সুনীল নিজেই প্রখ্যাত লেখক হর্ষ দত্তের সঙ্গে এক আলাপরিতান্ন 'নিজের দেশ, নিজের মাটি থেকে ছিন্নমূল হওয়ার ব্যথার ছোঁয়া রয়েছে আপনার সৃষ্টিতে কেন এ বিষয়টি ঘুরে ফিরে এসেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে সুনীল বলেছিলেন— "দেশভাগ নিয়ে আমার বাবার একটি উক্তি সসব সময় মনে পড়ে ৪৭-এর ১৫ই আগস্টের সকালে বাবা ভাঙা গলায় বলেছিলেন, ভারত স্বাধীন হল, আর আমরা আমাদের দে হারালাম সেসই বেদনা এত বছর পরও বুকের মধ্যে টনাটন করে" এই বেদনার স্বরলিপির রূপদান করেছেন সুনীল তাঁর 'পূর্ব ও পশ্চিম' নামক উপন্যাসে। উদ্বাস্তু মানুষগুলোর অসহায় জীবন ও লড়াই করবার প্রতিস্পর্ধার এক অনন্য বিনির্মাণ। এছাড়া ও দেশভাগের ছায়া মেলে যেসব সাহিত্য আকর সমূহে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল, গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই', মনোজ বসুর 'ইয়াসিন মিঞা', নরেন্দ্র দেবের 'চলচ্চিত্র', হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস' ও 'লাঠিয়াল' অপূর্বকুমার মৈত্রের 'স্বাধীনতার ব্যথা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'খতিয়ান', সমরেশ বুর 'নিমইয়ের দেশত্যাগ' সতীনথা ভাদুড়ির 'গণনায়ক', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেড মাস্টার' ও 'পালঙ্ক', সিকান্দার আবু জাফরের 'ঘর', মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলির 'নেহায়েৎ গল্প নয়', বেগম হাশমত রশিদের 'ফরয়াদ', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শ্বেতকমল' ও 'অধিকার', প্রতিভা বুর 'দুইকুল হারা' প্রভৃতি কথাসাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ওপার বাংলার জনপ্রিয় কথাকার হাসান আজিজুল হক দেশভাগের প্রেক্ষাপটে লিখিত তাঁর একটি অনবদ্য সাহিত্যকাজ 'আগুন পাকি' নামক উপন্যাস। উপন্যাসরে গল্পপট ভীষণ চমৎকার এবং হৃদয়বিদারক গ্রাম্য এক বধূ যাঁর শ্বশুরবাড়ি এবং বাবার বাড়ির যে মানুষগুলো তাঁর পরম আপন ও কাছের, তাঁরা বেশিরভাগই হিন্দুজন গভীর মমতায় বাঁধা তাঁদের জীবনপ্রবাহে । মেয়েটি স্বামীর কাছ থেকেই শিখে নেয় অল্প স্বল্প লেখাপড়াও। কালে কালে মেয়েটি হিন্দু মুসলমান সকলের কাছে শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন। কিন্তু হঠাৎ করেই ভাঙন ধরে একান্নবর্তী ভাবনা ফিকে ধরতে শুরু করল বাইরে রব উঠল দেশটা নাকিত ভাগ হবে। এক বিরাট হৃদয়পীড়ার মুখে পড়ল মানুষগুলো। আশঙ্কা একদিন সত্য হল। আড়াআড়ি ভাগ হল দেশ। মানুষও। মুসলমান পাড়ার গণমানুষরা চলে যেতে লাগলেন ভিটে ছেড়ে। অচেনা দেশে। কিন্তু সেই মেয়েটি দেশভাগকে মানতে পারল। না এই দেশটা তাঁর নয়, এই ভাবনাটাই তাঁর কাছে গভীর পীড়ার।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মধ্যপ্রদেশে এসআইআর নিয়ে কংগ্রেসের বিক্ষোভ, নির্বাচন কমিশনকে নিশানা

ভোপাল, ২৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সোমবার ভোপালে বিক্ষোভে নামল কংগ্রেস। হাজার হাজার দলীয় কর্মী ও নেতার মিছিল নির্বাচন কমিশনের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরের দিকে এগিয়ে যায়। এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ভোটার তালিকা ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রচার শুরু করেছে কংগ্রেস।

মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটওয়ারির নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (পিসিসি) দফতর থেকে আরেরা হিলসের সিইও দফতরের উদ্দেশে মিছিল শুরু হয়। ভোপাল এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিধায়ক, প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতারাও বিক্ষোভে অংশ নেন।

কংগ্রেসের অভিযোগ, এসআইআরের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে ৩৪,২৫,০৭৮টি নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। দলটি নির্বাচন কমিশনের কাছে বাদ পড়া ভোটারদের নামের বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক ও জেলাভিত্তিক তথ্য প্রকাশের দাবি জানিয়েছে।

কংগ্রেসের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সংশোধনের আগে মধ্যপ্রদেশে মোট ভোটার ছিলেন ৫,৭৪,০৬,১৪৩ জন। দলটির দাবি, খসড়া তালিকা তৈরির সময় ৪২,৭৪,১৬০টি নাম বাদ পড়ে এবং ২০২৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় ভোটারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,৩৯,৮১,০৬৫।

বিক্ষোভে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্ককে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের বৃহত্তর প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করেন। তিনি বলেন, সফল গণতন্ত্রের জন্য অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অপরিহার্য। নির্বাচন কমিশন বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

দিগ্বিজয় সিংয়ের দাবি, সারা দেশে এসআইআরের সময় ১৩ কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন ও বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অ্যাপ ব্যবহারের বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

কংগ্রেস ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নামের পাশাপাশি সংশোধন প্রক্রিয়ায় জমা পড়া দাবি ও আপত্তির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশের দাবি জানিয়েছে। কতজন সংখ্যালঘু, তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, সেই তথ্যও চেয়েছে দলটি।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে জবাবদিহির দাবিও জানিয়েছে কংগ্রেস। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন ভোটার পরিষেবা পোর্টালের মাধ্যমে এসআইআর সংক্রান্ত ভোটার তালিকার তথ্য এবং নাম অনুসন্ধানের সুবিধা দিয়েছে।

কংগ্রেস জানিয়েছে, ভোপালের এই বিক্ষোভের পর ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জেলাস্তরেও আরও কর্মসূচি নেওয়া হবে।

এসআরএফটিআইয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় তিনটি এফআইআর, উত্তেজনা অব্যাহত

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের (এসআরএফটিআই) ক্যাম্পাসে রবিবার সংঘর্ষের ঘটনায় সোমবার সকাল পর্যন্ত তিনটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, তিনটি এফআইআরের মধ্যে একটি দায়ের করেছেন অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের (এবিজিপি) সদস্যরা এবং দ্বিতীয়টি এসআরএফটিআইয়ের একাংশের ছাত্রছাত্রীরা। তৃতীয় এফআইআরটি পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দায়ের করেছে। এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করা হয়নি।

রবিবারের সংঘর্ষের পরও ক্যাম্পাসে উত্তেজনা রয়েছে। প্রায় সাত থেকে আট ঘণ্টা ধরে দফায় দফায় উত্তেজনা ও সংঘর্ষ চলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পাসের বাইরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ এসআরএফটিআই ক্যাম্পাসে এবিজিপির একটি কর্মসূচি চলাকালীন এসএফআইয়ের একদল কর্মী সেখানে পৌঁছলে উত্তেজনার সূত্রপাত হয়। এসএফআই কর্মীরা অডিটোরিয়ামে ওই কর্মসূচি আয়োজন নিয়ে আয়োজকদের প্রশ্ন করেন বলে জানা গেছে।

আয়োজকদের অভিযোগ, এসএফআই কর্মীরা ভারতমাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি এবং ব্যানার ছিঁড়ে ফেলেন। অন্যদিকে এসএফআইয়ের দাবি, তাদের না জানিয়ে এসআরএফটিআই কর্তৃপক্ষ এবিজিপিকে কর্মসূচি আয়োজনের অনুমতি দিয়েছিল।

তাঁদের আরও অভিযোগ, আয়োজকরা তাঁদের 'মিলিট্যান্ট' ও 'বাংলাদেশি' বলে মন্তব্য করেন এবং প্রতিবাদ করায় তাঁদের উপর হামলা চালানো হয়।

অন্যদিকে এবিজিপির অভিযোগ, কোনও উস্কানি ছাড়াই এসএফআই কর্মীরা তাদের কর্মসূচিতে বাধা দেন এবং 'আজাদি' স্লোগান দেন। এবিজিপির দাবি, অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছিল।

সংঘর্ষের খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশকে নেতৃত্বে রেখে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশের উপস্থিতিতেও পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয় এবং ছাত্রছাত্রী ও কর্মসূচির আয়োজকদের মধ্যে হাতাহাতির খবর পাওয়া যায়।

একাংশ ছাত্রছাত্রী পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, হিংসার ঘটনায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে অভিযোগকারীদের নাম ও ঠিকানা নথিভুক্ত করা হচ্ছিল। তাঁরা সম্ভাব্য হয়রানি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে মামলা দায়েরের দাবি জানান। এই দাবিতে একদল ছাত্রছাত্রী একটি পুলিশ গাড়ির সামনে বিক্ষোভও দেখান।

বাংলাদেশে জাসদ কার্যালয়ে পুলিশের অভিযান, ২৭ জনকে জেলে পাঠাল আদালত

ঢাকা, ২৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযান ঘিরে উত্তেজনার মধ্যেই ঢাকার জাসদ কার্যালয়ে পুলিশের অভিযানের ঘটনায় ২৭ জনকে জেলে পাঠিয়েছে আদালত। রবিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাশিতা ইসলাম এই নির্দেশ দেন।

পুলিশ ওই ব্যক্তিদের আদালতে হাজির করে হেফাজতে রাখার আবেদন জানায়। প্রসিকিউশনের অভিযোগ, জাসদ কার্যালয়ের ভিতরে তাঁরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে অস্থিতিশীল ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করেছিলেন বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।

শনিবার ঢাকার গুলিস্তানে জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ব্যাপক পুলিশি অভিযান চালানো হয়। পুলিশ দাবি করে, সেখানে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা গোপন বৈঠক করছেন। জাসদ অবশ্য এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।

বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বিএনপি ও যুবদলের কর্মীরা প্রথমে জাসদ কার্যালয় ঘিরে ফেলেন এবং সেখানে আওয়ামী লীগের সদস্যদের গোপন বৈঠক চলছে বলে অভিযোগ তোলেন। এরপর পুলিশ ভবনে ঢুকে একাধিক ব্যক্তিকে আটক করে। জাসদের দাবি, নির্ধারিত প্রতিনিধিদের বৈঠককে কেন্দ্র করেই এই অভিযান চালানো হয়।

ঘটনার পর আওয়ামী লীগ জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও দখল এবং সেখানে উপস্থিত দলের প্রতিনিধিদের গণগ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। দলের অভিযোগ, বিএনপি ও যুবদলের কর্মীরা পুলিশের সুরক্ষায় এই হামলা চালিয়েছে।

আওয়ামী লীগ আরও অভিযোগ করেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকেই বাংলাদেশে 'ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি'কে দুর্বল করার একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযুদ্ধপন্থী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও দখলের ঘটনাও তারা তুলে ধরেছে।

এলপিইউ হিংসা নিয়ে আপের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ বিজেপির, অমিত শাহের সভা বানচালের চেষ্টার দাবি

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পাঞ্জাবের লুধিয়ানার লভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি (এলপিইউ)-তে সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনাকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করলেন বিজেপি সাংসদ রবনীত সিং বিট্টু। তাঁর দাবি, পাঞ্জাবের আম আদমি পার্টি (আপ) সরকার চলতি বিতর্কগুলি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে এবং রাজ্যে বিজেপির রাজনৈতিক কর্মসূচি ব্যাহত করতে এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ পোস্ট করে বিট্টু দাবি করেন, বিজেপির 'ড্রাগ-ফ্রি পাঞ্জাব জার্নি' কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের সাড়া দেখে আপ সরকার 'ভীত'। তাঁর অভিযোগ, দিল্লির নেতাদের জন্য বরাদ্দ সরকারি বাংলো এবং গায়ত্রী বিষ্ণোই বিতর্ক থেকে মানুষের নজর সরাতেই এলপিইউ-তে কথিত ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

বিট্টু আরও অভিযোগ করেন, পুলিশ যথাযথভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর দাবি, পুলিশের 'গাফিলতি'র সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর চালায় এবং এতে পুলিশকর্মী ও পড়ুয়ারা আহত হন।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, আপের জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং দলের প্রবীণ নেতা মণীশ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধেও অভিযোগ তোলেন বিট্টু। তবে তাঁর এই অভিযোগের সমর্থনে কোনও প্রমাণের উল্লেখ করা হয়নি।

আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর জলন্ধরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের একটি জনসভা রয়েছে। বিট্টুর দাবি, সেই সভায় বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগমের সম্ভাবনা থাকায় পাঞ্জাবের আপ সরকার জলন্ধরের পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারও রাজ্যের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

বিট্টু আরও দাবি করেন, পাঞ্জাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বদলে যাবে এবং সরকারের পরিবর্তন 'নিশ্চিত'। তাঁর পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে নিশানা করে কড়া মন্তব্যও করা হয়।

এআই-এর কারণে একশো কোটি মানুষের মৃত্যু হতে পারে: বিল গেটস

ওয়াশিংটন, ২৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, যার ফলে একশো কোটি মানুষের মৃত্যু হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। উন্নত এআই প্রযুক্তিকে সরকার কতটা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অতিরিক্ত বিধিনিষেধে আমেরিকার চিনের সঙ্গে প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা বাধাগ্রস্ত হবে কি না, তা নিয়ে ওয়াশিংটনে বিতর্কের মধ্যেই তাঁর এই মন্তব্য সামনে এসেছে।

এনবিসির 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে গেটস বলেন, এআই আগের প্রযুক্তিগত অগ্রগতিগুলির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই এটি মানুষের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠতে পারে।

গেটস বলেন, এটি সত্যিই একটি 'বিবর্তনমূলক ঘটনা'। মানুষের তৈরি এই বুদ্ধিমান প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই অনেক ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে বেশি সক্ষম এবং আগামী কয়েক বছরে দ্রুতগতিতে তার ক্ষমতা আরও বাড়তে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এআই মানবজাতির অস্তিত্বের অবসান ঘটাতে পারে কি না, জানতে চাওয়া হলে গেটস বলেন, এআই এমন পরিস্থিতি তৈরি করার মতো শক্তিশালী, যার ফলে একশো কোটি মানুষের মৃত্যু হতে পারে। তাঁর মতে, ক্ষতিকর উদ্দেশ্য থাকা মানুষের হাতে অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তির ব্যবহার এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী বিপদের অন্যতম।

গেটস বলেন, জৈবিক হামলা, সাইবার হামলা এবং প্রযুক্তিটির অন্যান্য সম্ভাব্য বিপজ্জনক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, তা বোঝার মতো পর্যাপ্ত দক্ষতা অনেক সরকারের নেই। শুধুমাত্র প্রযুক্তি সংস্থাগুলির স্বেচ্ছামূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করারও বিরোধিতা করেন তিনি।

গেটস এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নজরদারি ব্যবস্থা চালুর জন্য আইন প্রণয়নের আহ্বান জানান। তাঁর মতে, এতে শিল্পক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত খরচ হবে, তবে এআই-এর উন্নয়ন উল্লেখযোগ্যভাবে ধীর হবে না।

এদিকে ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি রো খান্না উন্নতমানের এমন এআই নিষিদ্ধ করার জন্য আমেরিকা ও চিনের মধ্যে যাচাইযোগ্য চুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন, যে এআই নিজে থেকেই নিজের ক্ষমতা উন্নত করতে পারে।

খান্না জানান, সেনেটর বার্নি স্যান্ডার্স এবং প্রতিনিধি গ্রেগ ক্যাসারের সমর্থিত একটি প্রস্তাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেকে উন্নত করতে সক্ষম এআই নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

খান্নার ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই ধরনের এআইকে আর মানুষের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করার প্রয়োজন হবে না; বরং সেটি নিজেই নিজেকে প্রশিক্ষিত করতে পারবে। তাঁর মতে, এর ফলে মানুষের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

আমেরিকা ও চিনের মধ্যে প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে একটি যৌথ কর্মগোষ্ঠী গঠন করে অভিন্ন বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনার প্রস্তাবও দিয়েছেন খান্না। তিনি ফ্রন্টিয়ার এআই ল্যাবগুলিতে নজরদারির পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেকে উন্নত করতে সক্ষম এআই নিষিদ্ধ করার জন্য কার্যকর ও যাচাইযোগ্য আন্তর্জাতিক চুক্তির পক্ষে মত দিয়েছেন।

জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকের পর ওয়াশিংটন ও বেজিং সুপারইন্টেলিজেন্স নিয়ে একটি সংলাপ শুরু করতে সম্মত হয়েছে। এই আলোচনায় বিশেষজ্ঞরা জৈবিক অস্ত্র গবেষণা ও পারমাণবিক ব্যবস্থার মতো ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা-নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্ল্যাঞ্চ এআই-সংক্রান্ত এমন বিধিনিষেধের বিষয়ে সতর্ক করেছেন, যা আমেরিকার প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতার ক্ষমতাকে দুর্বল করতে পারে। তাঁর বক্তব্য, এআই ব্যবহার করে অপরাধ সংঘটিত হলে তা মোকাবিলার জন্য ইতিমধ্যেই বিদ্যমান ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইন রয়েছে।

ব্ল্যাঞ্চ বলেন, সব সমস্যার সমাধান সবসময় আরও বেশি আইন প্রণয়ন নয়। তাঁর মতে, এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি তাদের প্রযুক্তি পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে আমেরিকা যাতে এই ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম সারির অবস্থান হারিয়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে না চলে যায়, সেদিকেও নজর রাখা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভারতেও জনপরিষেবা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা এবং ডিজিটাল বাণিজ্যে এআই-এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। একই সঙ্গে নয়াদিল্লি এআই পরিচালনা ব্যবস্থায় নিরাপত্তা, জবাবদিহি এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করার উপর জোর দিয়েছে, যাতে উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে উদ্ভাবনের পথ বাধাগ্রস্ত না হয়।

মেঘালয়ে সেপটিক ট্যাঙ্কে বিষাক্ত গ্যাসের সন্দেহে শ্বাসরোধ, অসমের ৪ শ্রমিকের মৃত্যু

শিলং, ২৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মেঘালয়ের দক্ষিণ গারো হিলস জেলার রাংডোকরাম গ্রামে নির্মীয়মাণ একটি ভূগর্ভস্থ সেপটিক ট্যাঙ্কে কাজ করার সময় সন্দেহভাজন বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে অসমের চার নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার আধিকারিকরা এই তথ্য জানিয়েছেন।ঘটনাটি রাংডোকরাম গ্রামের সেবাস্টিয়ান চ সাংমার বাড়িতে ঘটে। সেখানে সদ্য নির্মিত একটি সেপটিক ট্যাঙ্কের নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে ওই শ্রমিকরা নিযুক্ত ছিলেন।

প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, দুই শ্রমিক ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্কটির ঢাকনা খোলার চেষ্টা করলে ভিতরে জমে থাকা ধোঁয়া বা গ্যাসের সংস্পর্শে এসে আচমকাই অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁদের সাহায্য করতে আরও দুই শ্রমিক ছুটে গেলে তাঁরাও সন্দেহভাজন বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন।

খবর পেয়ে পুলিশ এবং ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তবে ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্কটির অবস্থান এবং অত্যন্ত সংকীর্ণ প্রবেশপথের কারণে উদ্ধারকাজ কঠিন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত উদ্ধারকারী দল ট্যাঙ্কে পৌঁছতে আশপাশের মাটি খুঁড়ে পথ তৈরি করে।

উদ্ধারকাজ চলাকালীন দুই দমকলকর্মীও গ্যাসের সংস্পর্শে এসে অসুস্থ হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁদের দ্রুত চিকিৎসা দেওয়া হয়।

পরে চার শ্রমিককেই মৃত ঘোষণা করা হয়। মৃতরা হলেন মফিদুর রহমান (৩৪), মঙ্কাচরের দিয়ারা, পুরানদিয়ারা এলাকার বাসিন্দা; আজিয়ের রহমান (৪১), চেঙ্গুরচর, পুরানদিয়ারা; ইসমাইল হুসেন (২০), চোমরাশালি, কালাপানি এবং রাকিব হুসেন (২২), বোয়ালিয়া, রাধামাধব হাটের বাসিন্দা। চারজনই অসমের দক্ষিণ সালমারা-মানকাচর জেলার বাসিন্দা।

প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকা অথবা সঠিক গ্যাস নির্গমন ব্যবস্থা কিংবা সোক পিট না থাকার কারণে সেপটিক ট্যাঙ্কের ভিতরে বিপজ্জনক গ্যাস জমে থাকতে পারে।

সেপটিক ট্যাঙ্কে হাইড্রোজেন সালফাইড এবং মিথেনের মতো গ্যাস তৈরি হতে পারে, যা উচ্চ ঘনত্বে প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। তবে ঠিক কোন গ্যাসের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে বা শ্রমিকদের মৃত্যুর সঠিক কারণ কী, তা এখনও নিশ্চিত করেনি কর্তৃপক্ষ।

ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল, গ্যাস শনাক্ত করার সরঞ্জাম এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়া ভূগর্ভস্থ বা আবদ্ধ জায়গায় প্রবেশের বিপদও এই দুর্ঘটনা সামনে এনেছে।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T No.07/EE/DWS/AMC/2026-27 Dated : 28-09-2026

The Executive Engineer, PWS Division, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following work(s) :-

Sl. No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIeT No.08/EE/DWS/AMC/2026-27 (Ward No.05)	Rs. 9,64,951.00	Rs. 19,300.00	60 (Sixty) days
2	DNIeT No.09/EE/DWS/AMC/2026-27 (Ward No.21)	Rs. 4,97,744.00	Rs. 19,955.00	
3	DNIeT No.10/EE/DWS/AMC/2026-27 (Ward No.01)	Rs. 9,64,484.00	Rs. 19,290.00	
4	DNIeT No.11/EE/DWS/AMC/2026-27 (Ward No.42)	Rs. 3,78,996.00	Rs. 7,580.00	
5	DNIeT No.12/EE/DWS/AMC/2026-27 (Ward No.05)	Rs. 13,50,930.00	Rs. 27,018.00	

1. Last date and time of submission bid : 05-10-2025 at 15.00 Hrs.
2. Time and date of opening of bid : 05-10-2026 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
DWS Division
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T No.11/EE/Div-II/AMC/2026-27 Dated : 28-09-2026

Sl. No.	D.N.I.e.T. No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIe-T No.39/Div-II/AMC/2026-27	Rs.1,32,77,396.00	Rs.2,65,548.00	150 days
2	DNIe-T No.40/Div-II/AMC/2026-27	Rs.37,42,152.00	Rs.74,843.00	120 days

Last date and time for document downloading /bidding : 05-10-2025 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs.
Other necessary details information can be seen in the office of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
Division No.II
Agartala Municipal Corporation

এলপিইউ-তে হিংসাত্মক বিক্ষোভের ঘটনায় ডিজিপিকে সরেজমিনে যাওয়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর, ১০ দিনের জন্য বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়

জলন্ধর, ২৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): লভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি (এলপিইউ)-তে হিংসাত্মক ছাত্র বিক্ষোভের পর পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান রাজ্যের পুলিশ মহাপরিচালক গৌরব যাদবকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যালোচনা এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অভিযোগ ও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া যাচাই না-করা দাবিকে কেন্দ্র করে দু'দিন আগে এলপিইউ-তে বিক্ষোভ হিংসাত্মক রূপ নেয়। বিক্ষোভকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তিতে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি ক্যাম্পাসের কয়েকটি জায়গায় আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ।

বিক্ষোভকারীরা দিল্লি-অমৃতসর জাতীয় সড়কও অবরোধ করেন। এর ফলে ১৫ ঘণ্টারও বেশি সময় যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ জাতীয় সড়ক-৪৪-এ যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

পরিস্থিতির জেরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১০ দিনের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি নির্ধারিত পরীক্ষাগুলিও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এমন দাবিকে ঘিরে, যেখানে বলা হয়েছিল এক মহিলা পড়ুয়াকে ধর্ষণের পর তিনি আত্মহত্যা করেছেন। এলপিইউ কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের এক জনের বক্তব্যের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।জলন্ধর রেঞ্জের ডিআইজি নবীন সিংলা জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্তে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা এসআইটি গঠন করা হয়েছে। হস্টেলের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এফআইআরে কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছে। যারা হস্টেল বা অন্য আবাসনে রয়েছেন, তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে অপ্রয়োজনে বাইরে না বেরোনোর এবং কোনও ধরনের অশান্তিতে জড়িয়ে না পড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে এলপিইউ-র পাশাপাশি চিতকারা বিশ্ববিদ্যালয়েও বিক্ষোভের ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। বিশেষ ডিজিপি (আইনশৃঙ্খলা) প্রবীণ কুমার সিনহা জানিয়েছেন, দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার পুলিশকে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি এলপিইউ-কে ঘিরে ওঠা অভিযোগগুলি প্রমাণের ভিত্তিতে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।

বিশেষায়িত ওষুধে শুল্ক ছাড় পেল ভারত, আমেরিকায় নির্দিষ্ট ওষুধ ও উপকরণে শূন্য শুল্ক

ওয়াশিংটন, ২৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বিশেষায়িত ওষুধ ও ওষুধ তৈরির কয়েকটি নির্দিষ্ট উপকরণের ক্ষেত্রে শূন্য মার্কিন শুল্কের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য দেশগুলির তালিকায় ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করেছে আমেরিকা। এর ফলে আমেরিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ সরবরাহকারী দেশ ভারত নির্দিষ্ট উচ্চমূল্যের ওষুধের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার বজায় রাখার সুযোগ পাবে।

আমেরিকার বাণিজ্য দফতর এই তালিকা প্রকাশ করেছে এমন সময়ে, যখন ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে নির্দিষ্ট পেটেন্টযুক্ত ওষুধ এবং সংশ্লিষ্ট উপকরণের আমদানিতে ১০০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওয়াশিংটন।

তবে ভারতের সমস্ত ওষুধ রফতানি এই ছাড়ের আওতায় পড়বে না। এপ্রিল মাসে জারি করা প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণায় নির্দিষ্ট করা ওষুধ ও উপকরণের ক্ষেত্রেই এই সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

ছাড়প্রাপ্ত পণ্যের মধ্যে রয়েছে অরফ্যান ড্রাগ, নিউক্লিয়ার মেডিসিন, প্লাজমা-নির্ভর চিকিৎসা, বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার ওষুধ, সেল থেরাপি, জিন থেরাপি এবং অ্যান্টিবডি-ড্রাগ কনজুগেট। রাসায়নিক, জৈবিক, তেজস্ক্রিয় ও পারমাণবিক হুমকির মোকাবিলায় ব্যবহৃত নির্দিষ্ট চিকিৎসা-উপকরণ এবং কিছু পশু-চিকিৎসা পণ্যও এর আওতায় রয়েছে।

ভারতের পাশাপাশি আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, গুয়াতেমালা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, জর্ডান, মালয়েশিয়া, নর্থ ম্যাসিডোনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সুইজারল্যান্ড ও লিশটেনস্টাইন, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ব্রিটেন এবং ভিয়েতনামকেও তালিকায় রাখা হয়েছে।

মার্কিন বাণিজ্য দফতর জানিয়েছে, এই দেশগুলির যোগ্য পণ্য শূন্য শতাংশ শুল্কের সুবিধা পেতে পারে, কারণ সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে আমেরিকার বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বাণিজ্য ও নিরাপত্তা কাঠামো সংক্রান্ত চুক্তি রয়েছে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এপ্রিলে জারি করা ঘোষণার ভিত্তিতে 'ট্রেড এক্সপ্যানশন অ্যাক্ট'-এর ২৩২ নম্বর ধারায় এই শুল্ক ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট পেটেন্টযুক্ত ওষুধ ও উপকরণের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। একটি তালিকাভুক্ত সংস্থার ক্ষেত্রে তা ৩১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট সংস্থার ক্ষেত্রে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে।

তবে মার্কিন বাণিজ্য দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, জেনেরিক ওষুধ এবং সংশ্লিষ্ট উপকরণ এই ২৩২ ধারার ওষুধ-শুল্কের আওতায় পড়ছে না।

ভারতের জন্য এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমেরিকায় ভারতের ওষুধ রফতানির বড় অংশই জেনেরিক ওষুধ। একই সঙ্গে ভারতীয় সংস্থাগুলি পেটেন্টযুক্ত ওষুধ, সক্রিয় ওষুধ উপাদান এবং বিভিন্ন বিশেষায়িত চিকিৎসা পণ্যও তৈরি করে।

নির্দিষ্ট বিশেষায়িত ওষুধের ক্ষেত্রে এই ছাড় ভারতীয় প্রস্তুতকারকদের জন্য আমেরিকার বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার বজায় রাখার একটি পথ তৈরি করেছে। একই সঙ্গে মার্কিন প্রশাসনের দেশীয় ওষুধ উৎপাদন বাড়ানোর বৃহত্তর উদ্যোগও অব্যাহত থাকছে।

ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জেনেরিক ওষুধ প্রস্তুতকারক এবং আমেরিকার স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী। ভারতীয় সংস্থাগুলি আমেরিকার হাসপাতাল, ফার্মেসি এবং রোগীদের ব্যবহৃত সক্রিয় ওষুধ উপাদান ও তৈরি ওষুধ সরবরাহ করে।

ফলে ওষুধ বাণিজ্য ভারত-মার্কিন অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। বিশেষায়িত ওষুধের ক্ষেত্রে এই সীমিত ছাড় নির্বাচিত স্বাস্থ্যপণ্যকে সুরক্ষা দিলেও আমেরিকায় দেশীয় ওষুধ উৎপাদন বাড়ানোর বৃহত্তর শুল্কনীতিতে কোনও পরিবর্তন আনছে না।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম সেরা পারফর্মিং প্রকল্প TRESP, প্রশংসা বিশ্বব্যাংকের

আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর: উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশ্বব্যাংক-সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম ভালো পারফর্মিং প্রকল্প হিসেবে Tripura Rural Economic Growth and Service Delivery Project ŒTRESP)-এর অগ্রগতির প্রশংসা করল বিশ্বব্যাংক। সোমবার প্রজ্ঞা ভবনে শুরু হওয়া তিনদিনের বিশ্বব্যাংক পর্যালোচনা সফরের প্রথম দিনের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে প্রকল্পের অগ্রগতি, জীবিকা উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আগামী পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন TRESP-এর প্রকল্প অধিকর্তা শ্রী সুভাষিস দাস। বিশ্বব্যাংকের Task Tea m Leader প্রীতি কুমার-এর নেতৃত্বে অমিত অরোরা, সৌভিক মিত্র, নীলাঞ্জনা গুপ্তা, কমলেশ-সহ বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন।

পর্যালোচনা বৈঠকেTRESP-এব সামগ্রিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রীতি কুমার জানান, উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশ্বব্যাংক-অর্থায়িত প্রকল্পগুলির মধ্যে TRESP অন্যতম ভালো পারফর্মিং প্রকল্প। একইসঙ্গে তিনি প্রকল্পের বর্তমান গতি বজায় রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর বাস্তবায়ন এবং মাঠপর্যায়ে প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিশেষ গুরুত্ব পায় Producer Group Viability Gap Funding ŒVGFŠ– Cluster Level Federation ŒCLFŠ ~î, Community Managed Training Centre ŒCMTCŠ-এর কার্যক্রম। শুধু PG গঠন নয়, তাদের টেকসই ব্যবসায়িক কার্যক্রমে নিয়ে যাওয়া, বাজার সংযোগ শক্তিশালী করা, কার্যকরী মূলধনের সুযোগ বৃদ্ধি এবং ঋণ্ডচ-এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি CLF ও CMTC-গুলির আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নথিপত্র সংরক্ষণ, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়েও পর্যালোচনা করা হয়। স্থানীয় জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে CMTC-গুলিকে আরও কার্যকর করে বিশেষ করে মহিলা কৃষক ও গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের সহায়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বৈঠকে প্রকল্প অধিকর্তা সুভাষিস দাস SIPARD-এর মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি, অংশগ্রহণমূলক Village Development Plan ŒVDPŠ এবং উপজাতি উন্নয়নকেন্দ্রিক গবেষণা কার্যক্রমকে আগামী দিনের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরেন। উপজাতি এলাকায় সরকারি আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিষেবা প্রদানের সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

এছাড়াTRESP-এব ২৩টি কার্যকরী ব্লকজুড়ে অংশগ্রহণমূলক VDP প্রস্তুত এবং ২৩টি Model VDP তৈরির বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামবাসীর চাহিদা, অগ্রাধিকার এবং স্থানীয় উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাকে একটি সমন্বিত গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্য রয়েছে।

উপজাতি উন্নয়ন নিয়ে গবেষণাভিত্তিক কার্যক্রমের গুরুত্বও তুলে ধরেন প্রকল্প অধিকর্তা। তথ্য ও প্রমাণভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং উন্নয়নমূলক উদ্যোগকে আরও কার্যকর করা সম্ভব হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

তিনদিনের পর্যালোচনা সফরের দ্বিতীয় দিন, ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দল মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন ট্রঙ্গ ষ্কনদ্রত্বদ্ধ-এর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করবে। সেখানে তারা উপভোক্তা, Producer Group, বিভিন্ন কমিউনিটি প্রতিষ্ঠান, মাঠপর্যায়ের আধিকারিক এবং অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সঙ্গে নিবিড় পর্যালোচনা বৈঠকে sectoré-wise অগ্রগতি, বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, অর্জিত ফলাফল এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে আলোচনা হবে।

রাজ্যস্তরের কৌশলগত পর্যালোচনার পাশাপাশি মাঠপর্যায়ের বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই ও অংশীজনদের অভিজ্ঞতা সরাসরি জানার সুযোগ করে দিচ্ছে এই তিনদিনের সফর। বিশ্বব্যাংকের প্রশংসা ও গতি বজায় রাখার পরামর্শTRESP-এব জীবিকা উন্নয়ন, অংশগ্রহণমূলক গ্রাম উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টেকসই উপজাতি উন্নয়নের উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাথার ত্বকের যত্নে 'অ্যান্টি ড্যানড্রাফ' শ্যাম্পু

চুলকানি বা খুশকির সমস্যা থাকলে 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর শ্যাম্পু' ভালো সমাধান দিতে পারে।

কোনো সময় ভ্যাপসা গরম আবার হঠাৎ বৃষ্টি। মিশ্র এই আবহাওয়াতে মাথার ত্বক বেশিরভাগ সময় চিটচিটেভাব হয়ে থাকে। যে কারণে বাইরে গেলে ধুলাবালি মাথার ত্বকে মিশে নানান সমস্যা তৈরি হয়। আবার যারা হিজাব ব্যবহার করেন তাদের চুল বাইরের দূষণ থেকে রক্ষা পেলেও গরমের কারণে মাথা ঘেমে থাকে। যা থেকেও হতে পারে খুশকি।

ব্যস্ত জীবনে বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে খুশকি দূর করার সময় না পেলে এই সমস্যা দূর করার সহজ সমাধান হতে পারে 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু। কারণ এটা খুশকি দূর করার যাবতীয় উপাদান সমৃদ্ধ।

এছাড়া মাথার ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা, ফাঙ্গাসের আক্রমণ ইত্যাদি থেকেও রক্ষা করে। চিটচিটেভাব দূর করে চুল রাখে ঝরঝরে উজ্জ্বল।

করণীয় এই মৌসুমে একদিন পর পর 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। সমস্যা বেশি থাকলে প্রতিদিনও ব্যবহার করা যায়।- মাথার ত্বক আর্দ রাখতে এক টেবিল-চামচ নারিকেল তেল ব্যবহারের পর 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' অ্যান্টি-ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এছাড়া নিয়মিত অন্যান্য শ্যাম্পুর অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে বিরত থাকা গেলে খুশকির সমস্যা কম দেখা দেয়।

- চুল ভিজিয়ে নিয়ে মাথার ত্বকে একমুঠো বেইকিং সোডা ছড়িয়ে হালকা হাতে মালিশ করতে হবে। এরপর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলতে হবে। বেইকিং সোডা মাথার ত্বক পরিষ্কারের পাশাপাশি যে কোনো ফাঙ্গাসের সংক্রমণ রোধে সহায়তা করবে।

- পর্যাপ্ত পরিমাণে লবণ নিয়ে তা মাথার ত্বকে ছড়িয়ে শুকনা অবস্থায় মাথার ত্বক ম্যাসাজ করতে পারেন। এতে মাথার ত্বক পরিষ্কার হবে এবং ফাঙ্গাসের সংক্রমণও রোধ হবে। এরপর শ্যাম্পু করে চুল ধুয়ে ফেলতে হবে।

- রসুনে রয়েছে অ্যান্টি-ফাঙ্গাল উপাদান, যা খুশকি রোধে সহায়ক। শুধু রসুনের রসই খুশকি দূর করতে সহায়ক। তবে রসুনের গন্ধ দূর করতে চাইলে রসুন ছেঁচে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে মাথার ত্বকে লাগাতে হবে। আর খুশকি দূর করার পাশাপাশি সুরভিত চুলের জন্য 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু ব্যবহারের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ধুয়ে নিন।

- খুশকির কারণে হওয়া মাথার ত্বকে জ্বলুনি ও অস্বস্তি কমাতে তাজা অ্যালো ভেরার জেল মাথায় মালিশ করুন। এক ঘণ্টা পর চুল ধুয়ে ফেলুন। মাস্ক ধুতে 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।

করোনা আবহে মাঝেমধ্যেই মেজাজ হারাচ্ছেন? মন ভাল রাখুন সহজ এই উপায়ে

গত বছরের মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। আর কতদিন এই করোনার এই প্রশ্নই যেন সকলের মনে। চারদিকে শুধুই হাহাকার। কোথাও বেড নেই, কোনও অক্সিজেনের আকাল আবার কোথাও খালি নেই। এমন পরিস্থিতিতে শরীরে পাশাপাশি মনকেও ভাল রাখতে হবে। মনের মধ্যে জোর রাখতেই হবে। কাজটি কঠিন। তবে জীবনকে হারতে দেওয়া যাবে না। তাই মনকে শক্ত করে তুলতেই হবে। এর জন্য কিছু সহজ উপায় অবলম্বন করতে পারেন।

১) রাতের ঘুমের সঙ্গে আপস করবেন না। যত জেগে থাকবেন, তত মনের মধ্যে দুঃশ্চিন্তা বাড়বে। তাই নিজের মগজ ও শরীরকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিন। ঘুম ভাল হলে মনও ভাল থাকবে।

২) অতিমারীর সময়ে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ঘরে থাকলেও শরীরচর্চা করতে হবে। যোগাভ্যাস, ব্যায়াম, প্রাণায়ম শরীরকে যেমন ফিট রাখে, তেমনই মনকে চাঙ্গা করে। সকালে যদি করতে পারেন খুবই ভাল।

৩) বিশেষজ্ঞরা বলেন, মস্তিষ্কে অক্সিজেনের ঘাটতিও অবসাদের অন্যতম কারণ। এই ঘাটতি কীভাবে পূর্ণ করবেন? প্রচুর পরিমাণে জল খান। এতে মস্তিষ্কে অক্সিজেন পৌঁছাবে।

৪) পারলে সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের জন্য একটা রুটিন তৈরি করুন। ঠিক করে নিন কোন সময় কোনটা করবেন। এতে পরবর্তী পরিকল্পনার বিষয়টি মাথায় থাকবে। তাই বেশ অন্য ভাবনা ভাবার অবকাশ থাকবে না।

৫) অনেক সময় এমন অনেক কথা মনের ভিতরে জমে থাকে যা কাউকে বলা যায় না। অথচ তা বলে মনকে হালকা করা প্রয়োজন। লেখা অভ্যাস করেন। ডায়েরির পাতা কিংবা হাতের কাছের খাতায় মনের কথা লিখে ফেলুন।

৬) নতুন অভ্যাস তৈরি করতে পারেন। যেটা করার ইচ্ছে ছিল অথচ করা হয়ে ওঠেনি সময়ের অভাবে, তা শুরু করে দিন। নিজেকে ব্যস্ত ও আনন্দে রাখুন।

ক্লান্তি, রক্তের প্লেটলেট পতনও কোভিডের উপসর্গ হতে পারে, দাবি চিকিৎসকদের

দিন কয়েক ধরেই অসম্ভব ক্লান্তিতে ভুগছেন নাকি? রক্তের প্লেটলেটস একবার পরীক্ষা করে দেখুন তো! যদি হঠাৎ করেই অনেকটা কমে যায়, তো সাবধান। আপনি কোভিড আক্রান্তও হতে পারেন। কারণ, প্রচণ্ড ক্লান্তি আর এক ধাক্কায় প্লেটলেটস অনেকটা নিচে নেমে যাওয়াও কিন্তু কোভিড সংক্রমণের প্রাথমিক উপসর্গ হতে পারে বলে দাবি চিকিৎসকদের। আর ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ঘটনায় এর প্রমাণও মিলেছে বলেই জানিয়েছেন তাঁরা।

এতদিন ধরে শুধুই জ্বর, সর্দিকাশি, স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি চলে যাওয়া প্রভৃতিকেই কোভিড সংক্রমণের উপসর্গ বলে ধরে নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় এর অন্য দিকটিও দেখা গিয়েছে। লখনউয়ের আজাদ নগর পাড়া রোডের বাসিন্দা, আলিম শেখ (৬০) অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করায়, ডাক্তারের পরামর্শে রক্ত পরীক্ষা করান। তখন দেখা যায়, তার প্লেটলেট কাউন্ট এক ধাক্কায় কমে ৮৫,০০০-য় নেমে এসেছে, সাধারণত যা থাকার কথা ১.৫-৪.৫ লক্ষ। তিনি ডাক্তারের পরামর্শমতো ওষুধ খেতে শুরু করেন। কিন্তু গত ২৩ এপ্রিল, তাঁর তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ফের রক্ত পরীক্ষায় দেখা যায়, প্লেটলেট কাউন্ট আরও কমে ২০,০০০-এ নেমে এসেছে। তখন পরিবার তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করতে যায় কিন্তু ব্যর্থ হয় কারণ অক্সিজেনের অভাবে হাসপাতাল ভরতি নেয়নি। চিকিৎসার অভাবে অচিরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

একইরকমভাবে, বালিগঞ্জের বাসিন্দা রাজকুমার রাস্তোগি (৫৯) গত ১৩ এপ্রিল অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করায় ডাক্তারের কথামতো রক্তপরীক্ষা করান। দেখা যায়, প্লেটলেট কাউন্ট কমে ২১,০০০-য় পৌঁছেছে। ওষুধে কিছুটা অবস্থার উন্নতি হয় কিন্তু ১৬ এপ্রিল তীব্র শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। তখন পরীক্ষা করে জানা যায়, রাজকুমার কোভিড নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। ফুসফুসে সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ায় দিন কয়েক পরে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর ছেলের দাবি, "বাবার জ্বরও হয়নি, কাশিও হয়নি। এমনকী প্রথম দিকে শ্বাসকষ্টের সমস্যাও ছিল না, যে লক্ষণগুলিকে আমরা কোভিডের লক্ষণ বলেই জানি।"

এই বিষয়ে অধ্যাপক সন্তোষ কুমারের মত, "প্রতিটি ভাইরাল সংক্রমণে প্লেটলেট কাউন্ট কমে আসে। তাই কারও ক্লান্তি অনুভব হলে বা হঠাৎ প্লেটলেট কাউন্ট কমে গেলে, তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। বরং কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত।"

উষ্ণতায় উজ্জ্বল পোশাকে

এক দিকে মহামারীর প্রকোপ, অন্য দিকে কাঠফাটা রোদ। এর মাঝেই বছর ঘুরে চলে এসেছে ঈদ। এবছর সবার মনে যেন একটাই কথা- যতদিন শ্বাস ততদিন আশ। নিজেকে নিরাপদ রাখার পাশাপাশি তাই আনন্দটাও করতে চাইছে সবাই সমানতালে। একারণেই পোশাকে ফিরে এসেছে ঈদ। এবার তারুণ্যের পোশাকে এসেছে নতুন ধারা। প্রতিবারের মতো পাঞ্জাবি তো থাকছেই, কিন্তু অত বেড়ানো বা আনুষ্ঠানিকতা না থাকার কারণে 'ক্যাজুয়াল' পোশাকই রাখছেন পছন্দের তালিকায় তরুণরা।

একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তরুণ ব্যবস্থাপক সোহান বলেন, "গেল বছরের মতো এই ঈদেও অনেকখানি সময় কাটবে ওয়েব আড্ডায়, তাই অন্তত শার্ট বা পাঞ্জাবিটা সুন্দর হতেই হবে।" স্নাতকের ছাত্র মিনার। তার কথায়, "এই গরমে এমনিতেও আমরা কিন্তু এদিক সেদিক গেলে হাফ প্যান্ট বা থ্রি কোয়ার্টার পরি।" "এখন তো এদিক সেদিক মানে বারান্দা থেকে লিভিং রুম, খুব বেশি হলে ছাদ।" পেশায় চিকিৎসক ফাহিম বললেন, "হাসপাতালের ডিউটিতে স্ট্রেস থাকার পরেও বাসার মানুষ যেন আমাকে দেখে স্বস্তি পায় একারণে একটু পাতলা কাপড়ের সবুজ বা নীল পাঞ্জাবি কিনবো।" বাজার ঘুরেও দেখা গেল পাতলা সুতি কাপড়ের পাঞ্জাবি কিনছেন অনেকে; যারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে আসছেন। বেড়েছে অনলাইনে কেনাকাটা। অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে 'কাস্টোমাইজড' পাঞ্জাবি। পরিবারের সবারে একরকম। আবার তারুণ্য নির্ভর ডিজাইনেও পাওয়া যাচ্ছে। লিলেনের কাবুলি ড্রেস এবার আছে অনেকের পছন্দের তালিকায়। দেশীয় ফ্যাশন হাউজ- বিবিয়ানা, বিশ্বরঙ, রঙ বাংলাদেশ, কে ক্রাফট, অঞ্জন্স ইতিমধ্যে অনলাইনে সরব হয়েছে। এছাড়াও, ক্যাটস আই, সেইলর, ডিমান্ড-সহ বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজে পাওয়া যাচ্ছে ছেলেদের এবারের ঈদের পোশাক।

গরমে স্বস্তি দেবে সুস্বাদু পানীয় তবে ওজন বাড়াবে না

তরমুজের ঠান্ডাই

কম ক্যালরিযুক্ত পানীয়, একই সঙ্গে শরীর জুড়াবে ওজনও কমাতে সহায়তা করবে।

গরমকালে শরীর আর্দ ও ঠাণ্ডা রাখতে ফলের শরবত ও পানীয় গ্রহণ উপকারী। আবার যারা এই গরমে রোজা রাখছেন, তাদের জন্য ইফতারে রকমারি শরবতের ব্যবস্থা থাকেই।

তবে বাড়তি ক্যালরি গ্রহণের ভয়ে অনেকেই শরবত পান করতে চান না।

পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখার পাশাপাশি কম ক্যালরি সম্পন্ন এবং ওজন কমাতে সহায়ক কয়েকটি পানীয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল।

তরমুজের শরবত

মিষ্টি ও সতেজকারক তরমুজের শরবত গরমের চমৎকার পানীয়। তরমুজে ৯৪ শতাংশ পানি ও প্রচুর আঁশ থাকে। এর সঙ্গে কয়েকটা পুদিনা পাতা যোগ করে সতেজভাব বাড়ানো যায়। আলাদা চিনি যোগ করার প্রয়োজন পড়ে না।

তরমুজ প্রাকৃতিকভাবে মিষ্টি ও আর্দতারক্ষাকারী। এক গ্লাস তরমুজের শরবত অনেকক্ষণ পেটভরা-ভাব আনে ও শরীর আর্দ রাখে। পাশাপাশি ইলেক্ট্রলাইট, ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ।

শসার রস

শসা অন্যতম আর্দতা রক্ষাকারী ফল যা গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে ও ক্যালরি কমাতে সহায়তা করে। এটা কম ক্যালরি, উচ্চ অঁশ ও জলীয় উপাদান সমৃদ্ধ। আঁশ পেট ভরা ভাব আনে ও বাড়তি অস্বাস্থ্যকর খাবারের চাহিদা কমায়। শসার শরবতের স্বাদ বাড়াতে এতে লেবু ও পুদিনার পাতা যোগ করা যায়।

বিটরুটের শরবত

ওজন কমাতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বিটরুটের শরবত একটা পরিপূর্ণ পানীয়। এটা দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় খাদ্যাঁশ সমৃদ্ধ, যা পাচন ক্রিয়াকে সক্রিয় রাখে। বিটরুট লৌহ ও অন্যান্য পুষ্টি যেমন- আঁশ, ফোলাট (ভিটামিন বি-৯), ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, লৌহ ও ভিটামিন সি'য়ের ভালো উৎস। আঁশ সমৃদ্ধ বিটরুট খাওয়া পেশির ক্ষয় পূরণেও সাহায্য করে।

কমলার রস

কমলার রস খাওয়ার মাধ্যমে ভিটামিন সি খাবার তালিকায় যোগ করা যায়। ওজন কমাতেও সহায়তা করে। কমলার রস আলাদা করে চিনি ছাড়া পান করা যায়। এটা কোমল পানীয় খুব ভালো বিকল্প। কমলা দেহের ক্যালরি পোড়াতে সহায়তা করে। এছাড়াও, দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকতে ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

আমের শেইক

গরমকালে আমের শরবত খাওয়ার উপকারিতার শেষ নেই। ভিটামিন কে, এ, সি, পটাশিয়াম ও ফোলাট সমৃদ্ধ এই ফল চিনি ছাড়া কম ননীযুক্ত দুধের সঙ্গে মিশিয়ে 'শেইক' তৈরি করে নেওয়া যায়। এটা ক্ষুধা নিবারণ করে, অস্বাস্থ্যকর খাবারের চাহিদা কমায়। ফলে হৃদপিণ্ড, ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

স্বল্প চর্বিযুক্ত দুধ এবং চিনি ছাড়া তৈরি আমের শ্যাঙ্ক পান করা তৃপ্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে, অস্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা রোধ করতে পারে এবং আপনার হৃদয়, ত্বক এবং চুলের স্বাস্থ্যও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

'হার্ড ইমিউনিটি' বলতে যা বুঝায়

বিধিনিষেধ শিথিলের পর শুক্রবার বিকালে ঢাকার নিউ মার্কেটের ফুটব্রিজে কেনাকাটায় ব্যস্ত ক্রেতারা। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভি বিধিনিষেধ শিথিলের পর শুক্রবার বিকালে ঢাকার নিউ মার্কেটের ফুটব্রিজে কেনাকাটায় ব্যস্ত ক্রেতারা। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভি করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে 'হার্ড ইমিউনিটি' পাওয়া কঠিন। নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠী যখন টিকা নিয়ে কিংবা রোগে আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে একটি সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে 'ইমিউনিটি' বা রোগসংক্রমণ থেকে নিরাপত্তা পায় তখন পরোক্ষভাবে ওই পুরো জনগোষ্ঠী রোগটি থেকে সুরক্ষিত থাকে। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলা হয় 'হার্ড ইমিউনিটি'।

এর মানে হল, এই জনগোষ্ঠী কিছু সদস্য যদি টিকা না নেন কিংবা টিকা নেওয়ার পর তাদের শরীরে 'ইমিউনিটি' তৈরি নাও করে, তবুও তারা ওই সংক্রামক রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকবেন। কারণ আশপাশের মানুষের মাঝে যেহেতু 'ইমিউনিটি' তৈরি হয়েছে, তারাই বাকি সদস্যদের জন্য সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবেন।

এই 'হার্ড ইমিউনিটি' তৈরি হতে শুরু করলেই একসময় রোগটিকে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হবে। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিন্স অ্যান্ড ইমিউনাইজেইশন'-এর প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো বিস্তারিত।

'হার্ড ইমিউনিটি' পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

রোগের জীবাণুর সংক্রমণ ক্ষমতা যত বেশি, একটি জনগোষ্ঠীকে 'হার্ড ইমিউনিটি' পেতে হলে তত বেশি সদস্যের শরীরে 'ইমিউনিটি' বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় হাম রোগের কথা।

প্রচণ্ড সংক্রামক রোগ এটি, একজন আক্রান্ত ব্যক্তি প্রায় ১৮ জনকে আক্রান্ত করতে পারে। সেই হিসেবে এই রোগের 'হার্ড ইমিউনিটি' পেতে হলে একটি জনগোষ্ঠীর ৯৫ শতাংশ সদস্যের মাঝে 'ইমিউনিটি' থাকতে হবে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হার হাম রোগের তুলনায় কম, গড়ে একজন আক্রান্ত ব্যক্তি দুই থেকে তিন জনকে সংক্রমিত করেন। অর্থাৎ 'হার্ড ইমিউনিটি' পেতে হলে একটি জনগোষ্ঠীর ৬০ শতাংশের 'ইমিউন' বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে।

টিকার মাধ্যমে না হয়ে বরং রোগে আক্রান্ত হয়ে আবার সুস্থ হওয়ার মাধ্যমে যদি 'হার্ড ইমিউনিটি' অর্জন করা হয় তবে সেটা হলো প্রাকৃতিকভাবে অর্জন।

করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে এভাবে 'হার্ড ইমিউনিটি' পাওয়া কঠিন। কারণ এই ভাইরাস সংক্রমণে যে রোগ হচ্ছে অত্যন্ত প্রাণঘাতি। আর সেজন্যই উত্তম উপায় হলো টিকা। টিকা থাকলেও 'হার্ড ইমিউনিটি' অর্জন করা সবসময় সহজ হয় না, সময় লেগে যায় অনেক। কিছু ভাইরাস যেমন মৌসুমী 'ফ্লু'য়ের ভাইরাস দ্রুত বৈশিষ্ট্য পাল্টায়, ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না।

আবার 'ইমিউনিটি' সবসময় চিরস্থায়ী হয় না, আর এজন্য প্রতিবছর 'ফ্লু শট' দেওয়া হয় অনেক উন্নত দেশে।

এলপিইউ-র পরিস্থিতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিল, সংযমের সঙ্গে পরিস্থিতি সামলেছে পাঞ্জাব পুলিশ: আপ

চণ্ডীগড়, ২৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): জলন্ধরের কাছে লভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি (এলপিইউ)-তে পরিস্থিতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিল বলে সোমবার জানাল পাঞ্জাবের আম আদমি পার্টি (আপ)। কারণ, এই ঘটনায় পাঞ্জাবের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য রাজ্য এবং বিদেশের পড়ুয়ারাও জড়িত ছিলেন।

আপের দাবি, পাঞ্জাব পুলিশ সংযম ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে।

আপের মিডিয়া ইনচার্জ বলতেজ সিং পান্নু বলেন, পাঞ্জাবে পড়াশোনা করা প্রত্যেক পড়ুয়ার নিরাপত্তা সরকারের অগ্রাধিকার। গোটা ঘটনা তদন্তে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি)-কে তদন্ত শেষ করে প্রকৃত ঘটনা সামনে আনার সুযোগ দেওয়া উচিত বলেও তিনি জানান।

চণ্ডীগড়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় পান্নু বলেন, পাঞ্জাব বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও বহু পড়ুয়া এখানে পড়াশোনা করতে আসেন।

তিনি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বিশেষ করে বহু ছাত্রী নার্সিং-সহ বিভিন্ন কোর্সে পাঞ্জাবের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে পড়াশোনা করেন। তাঁদের নিরাপত্তা সরকারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এলপিইউ এবং চিতকারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাগুলির প্রসঙ্গ তুলে পান্নু বলেন, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠার পর যখন জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়েছিল, তখন পাঞ্জাব পুলিশ পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেনি। লাঠিচার্জ বা পেলেট গান ব্যবহার করা হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি।

পান্নুর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান পাঞ্জাব পুলিশের ডিজিপি গৌরব যাদবকে ব্যক্তিগতভাবে এলপিইউতে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ডিজিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা পড়ুয়া ও ছাত্রনেতাদের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলে পরিস্থিতি বোঝার এবং নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন।

তিনি জানান, ঘটনার তদন্ত করে প্রকৃত তথ্য সামনে আনতে সরকার একটি এসআইটি গঠন করেছে। তদন্ত শেষ হওয়ার পর পাঞ্জাব পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক ও সরকারের পক্ষ থেকে তদন্তে উঠে আসা তথ্য সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে।

পান্নু বলেন, অশান্তির ঘটনাকে ঘিরে ওঠা অভিযোগ এবং তার পেছনের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে এসআইটি। সম্পূর্ণ সত্য সামনে আসার জন্য তদন্তকে তার নিজস্ব গতিতে এগোতে দেওয়া জরুরি।

একইসঙ্গে সংবেদনশীল এই ঘটনাকে বিরোধী নেতারা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছেন বলেও অভিযোগ করেন পান্নু। তাঁর দাবি, পড়ুয়াদের সঙ্গে জড়িত এমন পরিস্থিতিতে সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিষয়টি মোকাবিলা করা প্রয়োজন ছিল।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ভিডিওতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রধারী বহিরাগতদের প্রবেশের দাবি প্রসঙ্গেও পান্নু বলেন, পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা স্পষ্ট করেছেন যে ভিডিওতে থাকা ব্যক্তিরা অজ্ঞাতপরিচয় হামলাকারী ছিলেন না। তাঁদের পরিচয় ও উপস্থিতির কারণ যাচাই না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ তাঁদের ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় বলেও জানান তিনি।

এদিকে এলপিইউ কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি প্রায় ৫০টি দেশের পড়ুয়া পড়াশোনা করেন। তাঁদের আস্থা, নিরাপত্তা, মর্যাদা ও কল্যাণ রক্ষা করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, কিছু অসামাজিক ব্যক্তি উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির ক্ষতি করেছে। এলপিইউ সম্প্রদায়ে এই ধরনের আচরণের কোনও স্থান নেই বলে জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে।

PNIeT-16/EE/Div-IV/AMC/26-27 DATE : 24/09/2026

Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works :-

Sl. No.	Name of the work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and Date of Opening of Bid	Document Down-loading and Bidding at application	Class of Bidder
1	DNIe-T No.26/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_77180_1	Rs.92,24,135/-	Rs.1,84,483/-	160 (One hundred sixty) days	30/09/2026 Time 17.00 Hours	18/02/2025 16.00 Hours (if Possible)	https://tripuratenders.gov.in	Enlisted Contractor/ Appropriated Class

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.

NB :- This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer,
P.W. Division No.IV
Agartala Municipal Corporation

PNIeT-17/EE/Div-IV/AMC/26-27 DATE : 28/09/2026

Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works :-

Sl. No.	Name of the work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and Date of Opening of Bid	Document Downloading and Bidding at application	Class of Bidder
1	DNIe-T No.45/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_77228_1	Rs.8,07,007/-	Rs.18,140/-	60 (Ninety) days	05/10/2026 Time 15.00 Hours	05/10/2026 16.00 Hours (if Possible)	https://tripuratenders.gov.in	Enlisted Contractor/Appropriated Class
2	DNIe-T No.46/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_77229_1	Rs.7,63,108/-	Rs.15,262/-					
3	DNIe-T No.47/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_77231_1	Rs.24,27,794/-	Rs.48,555/-					
4	DNIe-T No.48/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_77234_1	Rs.14,57,161/-	Rs.29,143/-					
5	DNIe-T No.49/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_77235_1	Rs.12,37,960/-	Rs.24,759/-					
6	DNIe-T No.90/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_77236_1	Rs.7,79,073/-	Rs.15,581/-					

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.

NB :- This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer,
P.W. Division No.IV
Agartala Municipal Corporation

PNIT NO: e-PT-30/W/EE/RDAD/2026-27 Dt. 25/09/2026

The Executive Engineer, R.D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 05/10/2026 for 1 (one) no work. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2057/26

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

Ambedkar College

Fatikroy, Unakoti, Tripura

WALK-IN INTERVIEW FOR ENGAGEMENT OF GUEST LECTURER

In accordance with the letter No.F.1(314)-DHE/Estt(G)/2026/3541 dated Sep 25, 2026 from the Directorate of Higher Education, Govt. of Tripura (available at college website www.actripura.edu.in & notice board), A walk-in interview will be held at Ambedkar College, Fatikroy on 03-10-2026 (Saturday) from 11.00 am to 3.00 pm for engagement of Guest Lecturers in the following disciplines:

Bengali, English, Sanskrit, Kokborok, Economics, Education, Political Science, History, Philosophy, Physical Education, NCC, NSS, Physics, Electronics, Chemistry, Mathematics, Botany, Zoology, Human Physiology, Mushroom & Vermi technology, IT/Computer Science, Commerce, Company Law & Practice.

Interested candidates may appear before the interview board with all requisite testimonials in original and self attested photocopies of the same along with an application in plain paper addressed to the Principal, Ambedkar College, Fatikroy.

For detailed information regarding eligibility, requisite qualifications, terms & conditions, remuneration, responsibilities, aspirant candidates are advised to visit www.actripura.edu.in or contact office of the principal during working days and office hours.

No TA/DA is admissible for appearing in the interview.

ICA/D-1062/26

Sd/-
(Dr. Raghunandan Das)
Principal

NOTICE

Display of Provisional Answer Key on the basis of the Written Examination of "Ward Secretary" under Sonamura Nagar Panchayat held on 27th September 2026 at Kabi Nazrul Mahavidyalaya, Sonamura.

The Provisional Answer Key will be displayed in the Notice Board of Sonamura Nagar Panchayat on 30th September, 2026.

Candidates who have any objection on the answers published in the "Provisional Answer Key" may submit their written objection and proposed correct answer alongwith supporting justification to the Chairman, Recruitmernt Board on or before 5th October, 2026.

ICA/D-1064/26

Chairman
Recruitment Board
(Dy. Executive Officer)
Sonamura Nagar Panchayat
Sonamura, Sepahija, Tripura.

অভয়নগরে বিনামূল্যে জলাতঙ্ক প্রতিষেধক টিকাকরণ

আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর: বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২৬ উপলক্ষে সোমবার অভয়নগর রাজ্য পশুচিকিৎসা হাসপাতাল ও পলিক্লিনিকে বিনামূল্যে জলাতঙ্ক প্রতিষেধক টিকাকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে পোষ্য ও অন্যান্য প্রাণীকে বিনামূল্যে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া হয়।

এ বছর বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবসের মূল বার্তা, 'একসঙ্গে আমরা আরও শক্তিশালী'। এই বার্তাকে সামনে রেখেই দিবসটি পালন করা হয়। জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধ এবং এই মারণ রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিই ছিল কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাজারে জলাতঙ্ক প্রতিষেধক টিকার মূল্য প্রায় ১,০০০ থেকে ১,২০০ টাকা। তবে সরকারি উদ্যোগে বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস উপলক্ষে এদিন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে পোষ্য ও অন্যান্য প্রাণীর মালিকেরা বিনামূল্যে তাঁদের প্রাণীদের টিকাকরণের সুযোগ পান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা নিরাজ কুমার চঞ্চল, সহকারী অধিকর্তা বিমল কৃষ্ণ দাস, সহকারী অধিকর্তা সুজিত সাহা-সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা।

দিবসটি উপলক্ষে জলাতঙ্ক প্রতিরোধে সময়মতো প্রাণীদের টিকাকরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি, মানুষের পাশাপাশি প্রাণীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জলাতঙ্ক প্রতিরোধে সম্মিলিত উদ্যোগের বার্তাও তুলে ধরা হয়। প্রাণীদের নিয়মিত টিকাকরণ ও যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে এই রোগের সংক্রমণের ঝুঁকি কমানো সম্ভব বলে কর্মসূচিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কর্মসংস্থানের দাবিতে দিল্লিতে যুব জমায়েত, ত্রিপুরা থেকে ১৭ জনের প্রতিনিধি দল রওনা

আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর: দেশের যুবসমাজের কর্মসংস্থানের দাবিতে দিল্লিতে বৃহৎ যুব জমায়েতের ডাক দিয়েছে ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (ডিওয়াইএফআই)। এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে সোমবার আগরতলার বাধারঘাট রেলস্টেশন থেকে ত্রিপুরার ১৭ জনের একটি প্রতিনিধি দল দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।

ডিওয়াইএফআই সূত্রে জানা গিয়েছে, দেশের যুবসমাজের কর্মসংস্থান, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং যুবকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে দিল্লিতে এই বৃহৎ জমায়েতের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি, আগামীকাল সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির নতুন কার্যালয় উদ্বোধনের কর্মসূচি রয়েছে। এই দুই কর্মসূচিতে অংশ নিতেই ত্রিপুরা থেকে সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীরা দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন।

ত্রিপুরা থেকে যাওয়া প্রতিনিধি দলে রয়েছেন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শান্তনু দেব ও অসীম সরকার-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

প্রতিনিধিদের বক্তব্য, দেশের বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী এখনও কর্মসংস্থানের অপেক্ষায় রয়েছেন। বেকারত্বের সমস্যা মোকাবিলা এবং যুবসমাজের কর্মসংস্থানের দাবিকে জাতীয় স্তরে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরাই এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। সেই দাবিতে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে দিল্লির জমায়েতে ত্রিপুরার প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন।

দিল্লি যাত্রার আগে আগরতলার বাধারঘাট রেলস্টেশনে ডিওয়াইএফআইয়ের হাঁপানিয়া অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অরিন্দম বিশ্বাস, বিভাগীয় কমিটির স্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিশাল চক্রবর্তী ও সুখেন্দু চক্রবর্তী, হাঁপানিয়া অঞ্চল কমিটির সম্পাদক আশিস চক্রবর্তী এবং সভাপতি বিজয় দাস-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

যুবসমাজের কর্মসংস্থানের দাবিকে সামনে রেখে দিল্লির এই কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় স্তরে বেকারত্বের সমস্যা ও যুবকদের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে ডিওয়াইএফআই।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 10685 ITSR-9/QM/E-TENDER/2026-27 DATED 24/09/2026

The Commandant, 9th Bn TSR(IR-IV), Hichacherra, Jolaibari, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M.on 08/10/2026 for the following works:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Maintenance of Kote building (10x 4 mtrs) by providing roof treatment works to prevent seepage water from roof in/c front verandah (10 mtrs x 2.4mtrs) GCI Sheets walling replacement, plaster in ceiling, wall, floor and painting etc. at A.D Nagar, VIP Escort Camp under 9th Bn TSR(IR-IV) DNIET No. 01/TSR-9/e-Tender/ 2026-27 dated 24.09.2026	Rs. 1,73,766.00	Rs. 3475.00	30 Days	Upto 15.00 Hrs on 08.10.2026	At 11.00 Hrs on 09.10.2026	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e- Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

Earnest Money and Bid Fee are to be drawn separately on State Bank of India or any other scheduled Bank guaranteed by the RBI, in the shape of "Deposit at call"/ "Demand Draft" in favour of the Commandant, 9th BnTSR(IR-IV), Hichacherra, Jolaibari, South Tripura.

Demand drafts furnished as above shall be valid for a minimum period of 03 (three) months from the last date of publishing of bid. Bid Fee of Rs.1000.00 (Rupees one thousand) only, shall be accepted as "Deposit at call"/"Demand Draft" and is Non-Refundable.

The Bidders will have to upload the scan copy of the drawn "Demand Draft"/ "Deposit at call" (as a single PDF file of 100 dpi resolution), against the related Bid fee & Earnest money, along with the bid.

The Bidders will also have to deposit both the original "Demand Draft"/ "Deposit at call", related to the Earnest Money and Bid Fee as stated above, in a sealed envelope depicting DNIT No. the Bidders Name, Address & Phone number, at the office of the Commandant, 9th BnTSR(IR-IV), Hichacherra, Jolaibari, South Tripura positively before the Bid opening schedule (i.e. up to 11.00 A.Mon 09.10.2026

Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Commandant, 9th BnTSR(IR-IV), Hichacherra, Jolaibari, South Tripura and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to comdt9bntsr@gmail.com.

For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-2060/26

(ManabendraChoudhury)
Commandant, 9th BnTSR(IR-IV)
Hichacherra, Jolaibari, South Tripura

GOVERNMENT OF TRIPURA
DIRECTORATE OF KOKBOROK & OTHER MINORITY LANGUAGES
SHIKSHA BHAVAN, OFFICE LANE, AGARTALA.

INVITING APPLICATION FOR ADMISSION INTO KOKBOROK ONLINE LEARNING COURSE

(Extension of Last Date of Application)

The Directorate of Kokborok & Other Minority Languages, Govt. of Tripura invites application from the Non-Kokborok Speaking Government officers/officials (Group- A, B, C) for taking admission into Kokborok online learning course.

The prescribed Application Format may be collected from the office of the Directorate of Kokborok & OML at Shiksha Bhavan (Ground Floor), Office Lane, Agartala, West Tripura – 799001, from 11:00 am to 4:00 pm during all working days. The prescribed application format is also available in the Directorate's website www.kokborokoml.tripura.gov.in

All interested Govt. employees & officers are requested to submit their name, as per the prescribed format to the office of the Directorate of Kokborok & OML. The same can also be submitted to the Directorate's e-mail Id dkmltripura@gmail.com.

The last date of submission of application ends on **31st October, 2026**

NOTE – First 100 candidates will be allowed to take admission in this batch rest will be enlisted in the waiting list for the upcoming batches.

Director
Kokborok & Other Minority Languages
Government of Tripura
Education Deptt. (School)

ICA/D-1057/26

জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত তিন শিশুর বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যালয়ের উদ্যোগে বিলোনিয়া মহকুমার ... নগর ব্লকের অন্তর্গত বরটিলা মুণ্ডা পাড়ায় এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় নেতৃত্ব দেন ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার ডা. অনামিকা গোস্বামী। সঙ্গে ছিলেন বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের আরবিএসকে মেডিকেল টিমের দুজন মেডিকেল অফিসার ডা. অনামিকা মল্ল এবং ডাঃ সুমন দাস, লক্ষ্মীপুর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের কমিউনিটি হেলথ অফিসার অস্মিতা দত্ত এবং বরটিলা সবরপাড়ার আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীগণ। এই আলোচনা সভায় জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত তিন শিশুর পরিবার, এলাকার সর্বসাধারণ নাগরিক এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।উল্লেখ্য, বরটিলা মুণ্ডা পাড়ার বাসিন্দা দীপক সবরের কন্যা যমুনা সবর (৭ বছর), লিটন সবরের কন্যা আয়ুশি সবর (৮ বছর) এবং লিলমোহন সবরের কন্যা রিঙ্কু সবর (১১ বছর) এই তিন শিশু জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত। ঘটনার বিবরণ থেকে জান থেকে জানা যায়, ২০২২ সালে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় বিলোনিয়া হাসপাতালের আরবিএসকে মেডিকেল টিম প্রথম যমুনা সবরের জন্মগত হৃদরোগ সনাক্ত করে।এরপর অতি দ্রুত তাকে উদয়পুর ডিস্ট্রিক্ট আর্লি ইন্টারভেনশন সেন্টার এবং পরবর্তীকালে আইজিএম হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে ইকো-কারডিওগ্রাফি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার পর চিকিৎসকরা দ্রুত অপারেশনের পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে তাকে পুনরায় আইএলএস হাসপাতালেও পাঠানো হয় এবং সেখানেও ইকো-কারডিওগ্রাফির পর অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং বহিঃ রাজ্যে পাঠিয়ে অপারেশন করার পরামর্শ দেওয় দেওয়া হয় এবং ২০২৩ সালে একই গ্রামের আয়ুশি সবর ও রিঙ্কু সবরেরও আইজিএম ও আইএলএস হাসপাতালে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ইকো-কারডিওগ্রাফি করা হয়। একইভাবে এই দুজনকেও অপারেশন করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয় ।আরবিএসকে টিমের চিকিৎসকরা পরিবারের সদস্যদের বুঝিয়ে বলেন যে, রাষ্ট্রীয় শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম কর্মসূচির আওতায় এই শিশুদের চিকিৎসার সমস্ত খরচ সরকার বহন করবে। তবে অজ্ঞতা ও নানা আশঙ্কার কারণে শিশুদের পরিবার প্রথমে এই জটিল অস্ত্রোপচার করাতে রাজি হচ্ছিলেন না। বিলোনিয়া আরবিএসকে মেডিকেল টিমের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা বহুবার তাদের বাড়িতে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন ।এমনকি স্থানীয় আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমেও পরিবারগুলির সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পুরো টিম সম্প্রতি পুনরায় ওই এলাকায় গিয়ে পরিবারগুলির সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন এবং নিবিড় কাউন্সিলিং করেন। স্বাস্থ্য আধিকারিকদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বোঝানোর ফলে অবশেষে পরিবারের সদস্যরা শিশুদের অস্ত্রোপচারের জন্য সম্মতি জানান ।এদিকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য কার্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অতি দ্রুত এই তিনজন শিশুকে আগরতলা আইজিএম হসপিটালে পাঠিয়ে ইকো কার্ডিওগ্রাফি এবং প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণ করে রাষ্ট্রীয় শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম কর্মসূচি''-র আওতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য শিশুদের চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে পাঠানো হবে। শুধু তাই নয়, রোগী ও তাদের অভিভাবকদের আসা-যাওয়ার জন্য বিমানের টিকিটের ব্যবস্থাও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যালয়ের পক্ষ থেকেই করা হবে।

গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, প্রয়াত জীবনপ্রভা দেবী, স্বামীশ্রী সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, সোনামুড়া টাউন-এর সন্ধান/আইনানুগ উত্তরাধিকারীগণকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা শাসক ও সমাহর্তা, সিপাহীজলা জেলার কার্যালয়, বিশ্রামগঞ্জ-এর রাজস্ব শাখায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রথম পক্ষ
শ্রীমতী দীপ্তি রাণী সাহা
স্বামীপ্রয়াত রতন কুমার সাহা
সোনামুড়া টাউন, SBI ব্যাংকের নিকট

টি.টি.এ-র উদ্যোগে ১৭ কৃতী পড়ুয়াকে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি প্রদান

● আটের পাতার পর দেওয়া হয়। সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আর্থিকভাবে অসচ্ছল অথচ মেধাবী পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১৪ সাল থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে প্রতি বছর এই উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে টি.টি.এ। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কমপক্ষে ৭০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত আর্থিকভাবে অসচ্ছল মেধাবী পড়ুয়াদের এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।

এবারের ১৭ জন পড়ুয়ার মধ্যে সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে পাঁচজনকে বৃত্তি দেওয়া হয়। সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত শৈলেন কুমার চৌধুরীর স্মৃতিতে তাঁর পুত্র, আগরতলার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. সৌমেন চৌধুরীর আর্থিক সহায়তায় দু'জনকে এবং ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতির আর্থিক সহায়তায় দু'জনকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

এছাড়া, টি.টি.এ-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ সুরেশ চন্দ্র সাহা এবং তাঁর নাতি সুদীপন পোদ্দারের যৌথ আর্থিক সহায়তায় সুরেশ চন্দ্র সাহার সহধর্মিণী রমলা সাহার স্মৃতিতে দু'জনকে বৃত্তি দেওয়া হয়। টি.টি.এ-র রাজ্য কমিটির প্রচার সম্পাদক সুব্রত ভৌমিকের আর্থিক সহায়তায় তাঁর পিতা, সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রয়াত সুরেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিকের স্মৃতিতে একজনকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে, টি.টি.এ মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি বোর্ডের সদস্য প্রশান্ত চক্রবর্তীর আর্থিক সহায়তায় তাঁর পিতা প্রয়াত শান্তিপদ চক্রবর্তীর স্মৃতিতে দু'জনকে বৃত্তি দেওয়া হয়। সমিতির রাজ্য কমিটির অফিস সম্পাদিকা শেফালী আচার্য এবং সাংগঠনিক সম্পাদিকা প্রীতি সেনগুপ্তার যৌথ আর্থিক সহায়তায় একজনকে, ত্রিপুরা টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের আর্থিক সহায়তায় একজনকে এবং টি.ই.সি.সি-র মহাসম্পাদক অঞ্জন রায়চৌধুরীর আর্থিক সহায়তায় একজনকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির মহাসম্পাদক অঞ্জন রায়চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. সৌমেন চৌধুরী। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সমিতির দুই সহ-সভাপতি, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কল্যাণ পুরকায়স্থ এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ধ্রুবরত দত্তরায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুরেশ চন্দ্র সাহা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সমিতির প্রচার সম্পাদক তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুব্রত ভৌমিক। সমিতির সভাপতি ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নরেশ চন্দ্র দত্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। আর্থিক প্রতিকূলতা যাতে মেধাবী পড়ুয়াদের শিক্ষার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেই লক্ষ্যেই টি.টি.এ-র এই উদ্যোগ। আগামী দিনেও আর্থিকভাবে অসচ্ছল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে থেকে তাদের উচ্চশিক্ষার পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের আশা।

জলাতঙ্ক প্রতিরোধে

● আটের পাতার পর আলোচনা করেন এজিএমসি"র সহকারি অধ্যাপক ডা. অভিজিৎ সরকার। "রোল অব আরবান লোক্যাল বডিস ইন স্টেডস ম্যানেজমেন্ট এন্ড র্যাবিস প্রিভেনশান" নিয়ে সেমিনারে আলোচনা করেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহ অধিকর্তা ডা. জগন্নাথ বণিক। "র্যাবিস এট দি ওয়াইল্ড লাইফ ডোমেস্টিক এনিম্যাল ইনটারফেস" এই বিষয়ে সেমিনারে আলোচনা করেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহ অধিকর্তা ডা. রাজীব দাস। সেমিনার শেষে কুকুরের কামড়ের ঘটনা ঘটলে কিভাবে দ্রুত ও সঠিক ব্যবস্থা নিতে হবে এই বিষয়ের উপর একটি অনুশীলনমূলক কার্যক্রম প্রদর্শন করা হয়। সব শেষে র্যাবিস প্রতিরোধমূলক একটি জনসচেতনতামূলক বার্তা পাঠ করা হয়। র্যাবিসের কারণে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা শূন্যে কিভাবে আনা যায় এই নিয়ে একটি প্যানেল ডিসকাশন হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খোয়াইয়ে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালন

● আটের পাতার পর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তাঁর আদর্শ ও মতবাদকে গুরুত্ব দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খোয়াই ব্লক এসসি সাব-কমিটির চেয়ারম্যান সমীর কুমার দাস, দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ ড. নির্মল ভদ্র এবং কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ড. দেবযানী ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রণব বিশ্বাস-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে একটি উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক (আইসিও) রূপক কুমার আচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথ শর্মা।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন ও আদর্শের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করানো এবং তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জীবনসংকটাপন্ন অন্ত্রের

● আটের পাতার পর তার বাবা-মা তাকে নিয়ে ফলো-আপে হাসপাতালে আসেন। বাবা-মায়ের কোলে কান্নারত কিন্তু সুস্থ শিশুটিকে দেখে তাঁদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। শিশুটির কঠিন যাত্রা ও জরুরি চিকিৎসার পর এটি ছিল এক আশ্বস্তকর মুহূর্ত।

এই ঘটনা নবজাতকের পিত্তযুক্ত বমিকে অস্ত্রোপচারজনিত জরুরি অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করার গুরুত্ব তুলে ধরে। নবজাতকের সবুজাভ বা পিত্তযুক্ত বমিকে কখনও সাধারণ খাওয়ানোর সমস্যা হিসেবে দেখা উচিত নয়। এটি অন্ত্রে বাধা, বিশেষ করে ম্যালরোটেশন ও মিডগাট ভলভুলাসের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে।

ঘটনাটি সময়মতো রেফার, দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং বিশেষায়িত নবজাতক সার্জারি পরিষেবার গুরুত্বও তুলে ধরে। দ্রুত রোগ শনাক্ত করে জরুরি অস্ত্রোপচার করা গেলে অন্ত্রের স্থায়ী ক্ষতি প্রতিরোধ এবং শিশুর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়ানো সম্ভব।

এই ছোট্ট শিশুর জীবনযুদ্ধে সময়মতো চিকিৎসা, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিবেদিত প্রচেষ্টা এবং নবজাতকের লড়াই করার শক্তি একসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আহত প্রার্থী,

● প্রথম পাতার পর ছড়িয়ে পড়ে। উদয়পুরের মহারানী গামারিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের স্ট্রংরুম করা হয়েছে। এই স্ট্রংরুমের কাছেই উদয়পুর—অমরপুর সড়কে অবরোধ শুরু করেন তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকেরা। গুলিচালনার ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান উদয়পুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায়, গোমতী জেলার পুলিশ সুপার অনির্বাণ দাস এবং সংশ্লিষ্ট থানার আধিকারিকদের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলাকালীন উত্তেজিত জনতার একাংশ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ইটের আঘাতে মাথায় চোট পান পুলিশ সুপার অনির্বাণ দাস। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত পুলিশ সুপারকে দেখতে হাসপাতালে যান গোমতী জেলার জেলাশাসক। পাশাপাশি, হামলার ঘটনায় এক সেক্টর অফিসারও রক্তাক্ত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

অন্যদিকে, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায়ের গাড়ি-সহ কয়েকটি গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় অতিরিক্ত নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে উদয়পুরে পৌঁছান আইজি (আইনশৃঙ্খলা) মনচাক ইপ্পার। পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। এদিকে, গুলিবিদ্ধ তিপ্রা মথার প্রার্থী খচীন্দ্র রিয়াংকে দেখতে গোমতী জেলা হাসপাতালে যান টিটিএএডিসির এমডিসি সি. কে. জমাতিয়া, ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া এবং বিজেপির গোমতী জেলা সভানেত্রী সবিতা নাগ-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

ঘটনার খবর পাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা পুলিশ সুপার-সহ আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন বলে জানা গিয়েছে। একই সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি নির্দেশ দেন।

তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকদের অবরোধের জেরে প্রায় দেড় ঘণ্টা উদয়পুর—অমরপুর সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। আটকে পড়েন বহু যাত্রী ও নিত্যযাত্রী। জরুরি কাজে বের হওয়া মানুষকেও সমস্যায় পড়তে হয়। দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়।

অন্যদিকে, মহারানী গামারিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নির্বাচনের স্ট্রংরুম থাকায় সেখানে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন রয়েছে। পুলিশ আধিকারিকদের দাবি, পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকলেও বর্তমানে তা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে এলাকায় চাপা উত্তেজনা বজায় রয়েছে।

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোটপ্রক্রিয়া চলাকালীন ভোটকেন্দ্রের কাছে গুলিচালনার ঘটনা এবং পরবর্তী সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকদের দাবি, গুলিচালনার ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

গুলিচালনা, পুলিশ আধিকারিকদের আহত হওয়া এবং একাধিক গাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনায় ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে মহারানী এলাকায় উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। এখন গোটা ঘটনার তদন্ত, অভিযুক্তদের শনাক্তকরণ এবং নির্বাচনী স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা বজায় রাখার দিকেই নজর রয়েছে প্রশাসনের।

এদিকে, ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সোমবার উদয়পুর মহকুমার মহারানি পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ওয়ারেংবাড়ি ভোটকেন্দ্রে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ভোটগ্রহণ চলাকালীন সেখানে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় এক প্রার্থীসহ অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

ঘটনাস্থলে আহত এক ব্যক্তির দাবি, ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত কাজ চলাকালীন প্রায় ৬ থেকে ৭ জনের একটি দল অমরপুরের দিক থেকে এসে ভোটকেন্দ্রের চত্বরে প্রবেশের চেষ্টা করে। তাদের বাধা দেওয়া হলে বচসা শুরু হয়। এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে।

আহত ব্যক্তির অভিযোগ, ঘটনায় দুই প্রার্থী এবং আরও এক কর্মীকে মারধর করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজনের মাথায় আঘাত লাগে। ঘটনার পর হামলাকারীরা মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য সামগ্রীও ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ।

আহত ব্যক্তি আরও অভিযোগ করেন, ওই দলটির সঙ্গে বিজেপির যোগ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে জনজাতি সম্প্রদায়ের সদস্যরাও ছিলেন। তবে এই অভিযোগগুলি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

ঘটনার খবর পেয়ে বিপুল সংখ্যক পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বর্তমানে ভোটকেন্দ্রের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানা গেছে। আহতদের আঘাতের প্রকৃতি এবং ঠিক কী পরিস্থিতিতে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল, সে বিষয়ে পুলিশ ও নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্যের অপেক্ষা রয়েছে।

নেপালে হিমলুং বেস ক্যাম্পে

● প্রথম পাতার পর করা হচ্ছে। সোমবার ভোর থেকেই উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। বেস ক্যাম্পে উদ্ধারকাজ চালাতে হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়েছে। টানা কয়েকদিনের প্রবল বৃষ্টির পর আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হওয়ায় উদ্ধারকাজে সুবিধা হয়েছে বলে জানান খানাল। প্রবল বৃষ্টির জেরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিধস ও বন্যার ঘটনাও ঘটেছে। এর মাত্র এক মাস আগে নেপাল-চীন সীমান্তের কাছে ভয়াবহ বন্যায় বড় ধরনের প্রাণহানি ঘটেছিল। একটি বিশাল হিমবাহ ধসে ভূমিধসের ফলে সৃষ্ট ওই বিপর্যয়ে ১,৪০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু এবং ৫,০০০-এর বেশি মানুষ নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল।

নেপালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস পর্যটন। ভোতেকোশি বন্যার পরও দেশের অন্যান্য এলাকা নিরাপদ রয়েছে জানিয়ে পর্যটকদের নেপাল ভ্রমণের আহ্বান জানিয়ে আসছে সরকার।

এর আগে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি এবং উচ্চ হিমালয় অঞ্চলে তুষারপাতের পূর্বাভাসের কারণে মানাং জেলা প্রশাসন ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেশ কয়েকটি উচ্চ-উচ্চতার এলাকায় ট্রেকিং নিষিদ্ধ করেছিল। প্রতিকূল আবহাওয়ায় প্রাণহানির সম্ভাবনা বিবেচনা করে জেলা নিরাপত্তা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে নেপালের বিভিন্ন অংশে টানা বৃষ্টি হচ্ছে। বেশ কয়েকটি নদীর জলস্তর উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ায় নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ উঁচু এলাকায় সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।

এদিকে, মানাংয়ে মার্শ্যাংদি নদীর উজানে ভূমিধসের ফলে তৈরি হওয়া প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে নেপালি সেনা। ভূমিধসের কারণে নদীর একটি বড় অংশ আটকে রয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রয়োজনে বিস্ফোরণের মাধ্যমে ওই বাঁধ সরানোর প্রস্তুতিতে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানান খানাল।

পুনর্নির্বাচনের দাবি

● প্রথম পাতার পর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী। একই সঙ্গে ভোটগ্রহণের সময় একাধিক গুরুতর অনিয়মের অভিযোগও সামনে আনা হয়েছে। বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়, কয়েকটি এলাকায় শাসক জোটের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ভোটারদের বাড়ি কিংবা রাস্তায় গিয়ে ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে। কোথাও কোথাও ভোটকেন্দ্রে ঢুকে ছাপ্পা ভোট দেওয়া এবং বুথ দখলের ঘটনাও ঘটেছে বলে দাবি করেছে সিপিআই(এম)।

এই ধরনের কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বক্তব্য, শাসক জোটের এই ধরনের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তাদের জনবিচ্ছিন্নতার বিষয়টি প্রকাশ পাচ্ছে। সেই কারণেই ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে দলটি।

তবে সিপিআই(এম)-এর দাবি, সমস্ত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে ভোটাররা দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন এবং শাসক জোটের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হতে দেননি।

ইতিমধ্যে যেসব ভোটকেন্দ্রে ছাপ্পা ভোট, বুথ দখলসহ অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে, সেসব কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিপিআই(এম)। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট বুথগুলিতে পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছে।

বিরোধীদল নির্বাচনে

● প্রথম পাতার পর এটি স্পষ্ট যে ভোটার তালিকা সংশোধনের এই বিশেষ প্রক্রিয়া বা স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন সমস্ত কমিশনারদের স্বাক্ষর এবং তাঁদের সর্বসম্মতি ও ঐকমত্যের ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়েছে। এটি আরও প্রমাণ করে যে, এই সাংবিধানিক সংস্থায় কোনো একনায়কত্ব চলছে না।

ডাঃ সাহা বলেন, মূল উদ্দেশ্য হলো ভুয়া, মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটারদের, কিংবা ভারতীয় নাগরিকত্ব না পাওয়া অনুপ্রবেশকারীদের বাদ দিয়ে একটি স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করা।

আদালতও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাউকে যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়, তবে তিনি তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্ব হারাবেন না। তারপরও তাঁর সুযোগ থাকে এবং এটি শুধু ভোটাধিকারের যোগ্যতার একটি যাচাইকরণ প্রক্রিয়া মাত্র। এমনকি এসআইআর-এর সময়সীমা পার হয়ে গেলেও প্রযোজ্য ফর্মটি ব্যবহার করা যেতে পারে। আমি মনে করি বিরোধী দল, অর্থাৎ 'ইন্ডিয়া'জোট একটি রাজনৈতিক ফাঁদে পড়েছে। বিতর্ক বড় হচ্ছে না, তাই তারা এ ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছে। আমরা সবসময় দেখি যে, যখনই তারা নির্বাচনে হারে, তারা ক্রমাগত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিশানা করে। বিরোধী দল এটিকে অপপ্রচার বা বিভ্রান্তিকর প্রচার বলতে পারে, আর এর মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের মূল প্রতিষ্ঠানগুলিকে কালিমালিপ্ত করা।

মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, তিনি এখানে নির্বাচন কমিশনের হয়ে কথা বলছেন না। বরং তিনি এই "নোংরা অপপ্রচারের" রাজনৈতিক জবাব দিচ্ছেন, যাতে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা বজায় থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গের গত বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকাই, তবে আমরা আপনাদের সামনে এমন প্রায় ২০টি বিধানসভা আসন তুলে ধরেছি যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক ভোটার বাতিল করা হয়েছিল। দেখা গেছে যে, সেই আসনগুলির বেশিরভাগই তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে। তাহলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারযিনি বলেছিলেন যে এসআইআর-এর কারণে ভোট বাতিল হয়েছেতাঁর নেতৃত্বে আমরা এখন দেখেছি যে তিনি বাংলায় কীভাবে সহিংসতামুক্ত নির্বাচন করিয়ে দেখিয়েছেন। আমরা আপনাদের সামনে সত্য প্রকাশ করছি এবং রাজনৈতিকভাবে তা উপস্থাপন করছি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে যোগ দেন।

এরপর ২০২৬ সালে যখন কেরালায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন আমি নিজেও সেখানে প্রচারে গিয়েছিলাম। সেখানে ইউডিএফ কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার ৯৭টি আসনে জয়লাভ করেছে। সুতরাং, আপনারা যে অভিযোগটি করেছেন, সেটি সেখানেও করা যেতে পারত।

অতএব, তাদের কাজই হলো হারলেই এই প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে আঙুল তোলা, আর জিতলে কোনো কথা না বলা,উল্লেখ করে তিনি আরও যোগ করেন যে, বিরোধী দলগুলি যখনই কোনো নির্বাচনে হারে বা মানুষের সমর্থন পায় না, তখনই তারা ইভিএম বা নির্বাচন কমিশনকে দোষ দেয়। কারণ এটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মানুষ এখন এসব বিষয় বোঝে। আমরা এ পর্যন্ত যা দেখেছি, নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং তারা আইন অনুযায়ী নিয়মানুগভাবে কাজ করছে।

রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশন উপলক্ষে

● প্রথম পাতার পর কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বৈশ্বিক দক্ষিণের উন্নয়নমূলক অগ্রাধিকারকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে বিপ্লব কুমার দেবের নিউইয়র্ক সফর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সফরকালে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় এবং ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

বিশেষ করে উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বৈশ্বিক দক্ষিণের স্বার্থ, প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলি বর্তমানে ভারতের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনের ঘোষিত অগ্রাধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত।

বিপ্লব কুমার দেবের এই সফর তাই রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে ভারতের বৃহত্তর আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকার ও সংসদীয় কূটনীতির সঙ্গে তাঁর অংশগ্রহণকে আরও সামনে নিয়ে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রার্থী ও পোলিং এজেন্টদের বাধার

● প্রথম পাতার পর তুলনামূলকভাবে দেখা যায়নি বলে দাবি করেন তিনি। রাধাচরণ দেববর্মা বলেন, "এত বাধা সত্ত্বেও আমরা ৫০ শতাংশের বেশি আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছি। এডিসি নির্বাচনের তুলনায় এবার আমরা অনেক ভালো ফল করার বিষয়ে আশাবাদী।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, কমলপুরের কয়েকটি এলাকায়, বিশেষ করে শ্রীরামপুর ভিলেজ কমিটি এলাকায়, সিপিআই(এম)-এর পোলিং এজেন্টদের ভোটকেন্দ্র থেকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মান্দাই ব্লকের কৈরি গ্রামের কয়েকটি ভোটকেন্দ্র নিয়েও একই ধরনের অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, সেখানে দলের পোলিং এজেন্টদের ভোটকেন্দ্রে থাকতে দেওয়া হয়নি। কয়েকটি বুথে দলের প্রতিনিধিদের পোলিং এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনেও বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন সিপিআই(এম) নেতা।

তবে অভিযোগের পাশাপাশি ভোটারদের ভোটদানের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলেও জানান রাধাচরণ দেববর্মা। তিনি বলেন, "ইতিবাচক দিক হল, ভোটাররা স্বাভাবিকভাবেই ভোটকেন্দ্রে এসে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। আমরা ভালো ফলের ব্যাপারে আশাবাদী।"

এদিকে, টিটিএএডিসির ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যেই জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার মধ্যেই সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে প্রার্থী ও পোলিং এজেন্টদের বাধা দেওয়ার এই অভিযোগ সামনে এল।

গুলিকান্ডে তিনটি অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর ডিউটি সার্টিফিকেট (ইডিসি) ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন মোটের উপর শান্তিপূর্ণ থাকলেও গোমতী জেলায় একটি গুলিচালনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য অনুযায়ী, গোমতী জেলার ওয়ারেনবাড়ি এস. বি. স্কুলের একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে এই ঘটনা ঘটে। সেখানে এক প্রার্থী এবং তাঁর সঙ্গে থাকা আরও এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া যায়। আহত দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে জেলার ঊর্ধতন প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্বাচনের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পরবর্তীতে গামারিয়া স্ট্রংরুমে রক্তাক্ত হয়েছেন গোমতী জেলার পুলিশ সুপার অনির্বাণ দাস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বিকেল থেকেই। খোদ এসডিপিও-এর গাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে উদয়পুর মহারানীতে। হামলায় রক্তাক্ত হয়েছেন সেক্টর অফিসারও। আইজি আইন শৃঙ্খলা মনচাক ইপ্পার ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা ঘটনার খোঁজখবর নিয়েছেন।

ভোটগ্রহণ চলাকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে মোট তিনটি অভিযোগ জমা পড়েছে। কমিশনার পি. কে. চক্রবর্তী জানান, অভিযোগগুলির অধিকাংশই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে পোলিং এজেন্টদের সরিয়ে দেওয়া অথবা তাঁদের কেন্দ্রে থাকতে না দেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে।

তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হবে। এ বিষয়ে তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয় বলেও কমিশনের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর ব্যালট বাক্স ও অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এরপর সমস্ত নথিপত্র যাচাই করে চূড়ান্ত ভোটদানের হার এবং অন্যান্য নির্বাচনী তথ্য প্রকাশ করা হবে।

সোমবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রায় ৮০ শতাংশ ভোটদানের পরিসংখ্যান সামনে এলেও চূড়ান্ত ভোটদানের হার জানতে অপেক্ষা করতে হবে কমিশনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য। একটি গুলিচালনার ঘটনা এবং তিনটি অভিযোগ সামনে এলেও কমিশনের দাবি, সামগ্রিকভাবে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

রাজ্যের অন্যান্য জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনের ভোটগ্রহন পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। তেলিয়ামুড়া: সোমবার সকাল ৭টা থেকে টিটিএএডিসি এলাকার ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুথমুখী ভোটারদের ভিড়ও ক্রমশ বাড়তে থাকে। দীর্ঘদিন পর ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়ে ভোটারদের মধ্যে দেখা যায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। বিভিন্ন এলাকায় তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ।

তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের তারা চান রূপিনী এস.বি. স্কুল, হদ্রাই রাধামাধব হাই স্কুল, দুখাই জমাদারপাড়া স্কুল-সহ একাধিক ভোটকেন্দ্রে সকাল থেকেই ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ভোটাররা।

অন্যদিকে, মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন ভিলেজ কাউন্সিল এলাকাতেও সকাল থেকে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেখানেও বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে বিভিন্ন পোলিং স্টেশনে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রশাসনিক আধিকারিক ও নিরাপত্তাকর্মীদের বিভিন্ন বুথে পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালাতে দেখা যায়।

শান্তিরবাজার: উৎসবমুখর পরিবেশে সোমবার সকাল ৭টা থেকেই বগাফা ব্লকের ১৪টি ভিলেজে শুরু হয়েছে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। সকাল থেকেই বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভোটারদের মধ্যে ভোটদানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেয়ে ভোটারদের মধ্যে ছিল বাড়তি আগ্রহ।

এদিন সকালে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ৩৬-শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। স্ত্রী ও মায়ের সঙ্গে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে তিনি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন। অন্যদিকে, দেবীপুর ভিলেজের ৩ নম্বর বুথে ভোট দেন এমডিসি কেনারাম রিয়াং। পাশাপাশি, সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে দেখা যায় দক্ষিণ জোনাল জয়েন্ট চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াংকেও।

সাব্রুম: সাব্রুম মহকুমার সাতচাঁদ, রুপাইছড়ি, পোয়াংবাড়ি ব্লকের ভোটকেন্দ্র গুলিতে সকাল থেকেই উৎসবের মেজাজে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হয়। জনজাতি অংশের মহিলারা চিরাচরিত পোশাক পড়ে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন।

কাঞ্চনপুর: উত্তর জেলায় কাঞ্চনপুর দামছড়ায় সোমবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হয়েছে এডিসি ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। সকাল থেকেই বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে চলছে ভোটগ্রহণ। নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রগুলিতে মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, ত্রিপুরা পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী।

কৈলাসহর: কৈলাসহর গৌরনগরের তিন এডিসি ভিলেজে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনস্থ হীরাছড়া, দেওড়াছড়া এবং ঊনকোটিএই তিনটি এডিসি ভিলেজে সকাল থেকেই উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচনে এই তিন এডিসি ভিলেজের মোট ২৫টি আসনে চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। আজ সকাল ৭টা থেকে মোট ১১টি পোলিং স্টেশনে একযোগে শুরু হয় ভোটদান। সবমিলিয়ে রাজ্যের অন্যান্য জেলায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

৫০তম রাজ্য বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতায় 'ত্রিপুরা শ্রী' থোয়াইপ্লাইয়া দেববর্মা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর: বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ''অল ত্রিপুরা বডি বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশন''-এর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের ৫০তম রাজ্যভিত্তিক শারীরিক গঠন প্রতিযোগিতা। গত ২৭ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এই ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতাটি রাজ্যে শরীরচর্চার ৫০ বছরের সাফল্য, নিষ্ঠা ও উৎকর্ষতাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অসংখ্য প্রতিভাবান অ্যাথলেট এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নিজেদের শারীরিক সুগঠন, শৃঙ্খলা ও ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করেন।

প্রতিযোগিতার মূল আকর্ষণ ''চ্যাম্পিয়ন অব চ্যাম্পিয়ন'' হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ ''ত্রিপুরা শ্রী'' খেতাব অর্জন করেছেন ৭৫ কেজি বিভাগের চ্যাম্পিয়ন থোয়াইপ্লাইয়া দেববর্মা। ''ত্রিপুরা শ্রী'' ক্যাটাগরির বিভিন্ন ওজন বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করেন যথাক্রমে৫৫ কেজি বিভাগে অপু সাহা, অপূর্ব দাস ও ভাস্কর দাস; ৬০ কেজি বিভাগে সৌরভ ধর ও শ্রীকান্ত দাস; ৬৫ কেজি বিভাগে আশিষ পাল, শুভ্রনীল লস্কর ও প্রসেনজিৎ রুদ্র পাল; ৭০ কেজি বিভাগে মো. মোস্তফা, মিথুন চৌধুরী ও আকাশ সরকার; এবং ৭৫ কেজি বিভাগে বিজয়ী থোয়াইপ্লাইয়া দেববর্মার পাশাপাশি দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পান যথাক্রমে অতুল দেববর্মা ও সুমেল দাস।

অন্যদিকে, তরুণ অ্যাথলেটদের মধ্যে ''ত্রিপুরা কুমার'' বিভাগের ৫০ কেজি ওজনশ্রেণীতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন যথাক্রমে রাজদীপ দত্ত, স্বরূপ দাস ও সন্তু দাস। ৫৫ কেজি বিভাগে শীর্ষ তিন স্থান পান সায়ন দে, দীপ্তানু চক্রবর্তী ও দিগ্বিজয় রায়। ৬০ কেজি বিভাগে সেরা হন দীপ দেবনাথ, যার পেছনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে থাকেন জয় বণিক ও ত্রিশান দেব। ৬৫ কেজি বিভাগে বিজয়ী হন সাগ্নিক শিল, তার পরপরই স্থান পান বিশাল দেবনাথ ও সায়ন দেব। ৭০ কেজি বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন সানি ধর, আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করেন যথাক্রমে সাগর রায় ও কৃষ্ণক দেববর্মা।

পুরুষদের আকর্ষণীয় ''মেনস ফিজিক'' ক্যাটাগরিতেও তীব্র লড়াই প্রত্যক্ষ করা যায়। ''জুনিয়র'' ১৭০ সেমি পর্যন্ত বিভাগে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন ভাস্কর সরকার, জয় বণিক ও সায়ন দে। ১৭০ সেমির উপরে জুনিয়র বিভাগে শীর্ষ তিনটি স্থানে উঠে আসেন ত্রিশান দেব, সানি ধর ও প্রানতোষ দেব। ''সিনিয়র'' ১৭০ সেমি পর্যন্ত বিভাগে প্রথম স্থান পান মো. মোস্তফা, আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন রাখা কলৈই ও আশিষ পাল। ১৭০ সেমির উপরে সিনিয়র বিভাগে বিজয়ী হন সানিক দেবনাথ, যার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পান অতুল দেববর্মা ও শিলাচী দাস।

মহিলদের শারীরিক ফিটনেস ও দক্ষতার প্রদর্শনীতে ''উইমেনস ফিটনেস'' বিভাগে সেরা হয়ে শিরোপা জয় করেন বেবি জমাতিয়া। এই বিভাগে অসাধারণ পারফর্ম করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে অম্বিকা সাহা ও শান্তা ভৌমিক। অল ত্রিপুরা বডি বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বাদল সাহা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, এই আসর থেকে নির্বাচিত প্রতিভাবান অ্যাথলেটরা আগামী দিনে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবেন। বর্ণাঢ্য ও সাফল্যমণ্ডিত এই টুর্নামেন্টটি রাজ্যের তরুণ প্রজন্মকে শারীরিক গঠন ও শরীরচর্চায় আরও বেশি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

ফুটবল : আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। নয় দলীয় লিগ পর্যায়ের তীব্র লড়াই শেষে ক্রমতালিকার সমস্ত সমীকরণ পেছনে ফেলে এখন সুপার লিগে সাফল্য পেতে মনোযোগ দিচ্ছে দলগুলো। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ''শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স'' চন্দ্র স্মৃতি ''এ'' ডিভিশন ফুটবল লিগ ২০২৬-২৭-এর সুপার ফোর পর্বের বহুল প্রতীক্ষিত সূচি ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রুপ পর্বের টানটান উত্তেজনা পেরিয়ে যে চারটি সেরা দল সুপার লিগে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে, তারা হলোব্লাড মাউথ ক্লাব, এগিয়ে চলো সংঘ, কল্যাণ সমিতি এবং লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। উমাকান্ত মিনি ফুটবল গ্রাউন্ডে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া এই প্রতিযোগিতায় প্রতিটি দলই সেরাটা উজাড় করে দিতে শেষ মুহূর্তের অনুশীলনে ঘাম ঝরাচ্ছে। প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, উদ্বোধনী দিন অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে এগিয়ে চলো সংঘ এবং লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। এরপর ১ অক্টোবর ব্লাড মাউথ ক্লাবের মুখোমুখি হবে কল্যাণ সমিতি, ৪ অক্টোবর লড়াই করবে এগিয়ে চলো সংঘ ও ব্লাড মাউথ ক্লাব, ৫ অক্টোবর মাঠে নামবে কল্যাণ সমিতি ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার, ৮ অক্টোবর মুখোমুখি হবে এগিয়ে চলো সংঘ ও কল্যাণ সমিতি এবং ৯ অক্টোবর মুখোমুখি হবে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। প্রতিটি ম্যাচই সন্ধ্যা ৬:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতার এই চূড়ান্ত পর্বকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে লিগ সাব-কমিটির সম্পাদক তপন সাহা সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মাবলী ও নির্দেশিকা জারি করেছেন। নির্দেশিকা অনুসারে, প্রতিটি ম্যাচ নির্ধারিত ৯০ মিনিটের (৪৫-১০-৪৫ মিনিট) হবে এবং যেকোনো বিষয়ে রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। ম্যাচ শুরুর অন্তত ৩০ মিনিট আগে সবকটি দলকে মাঠে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে এবং ম্যাচে সর্বোচ্চ ৫ জন খেলোয়াড় পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, মূল একাদশে অন্তত ৩ জন স্থানীয় খেলোয়াড় খেলানো বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি ম্যাচ চলাকালীন মাঠের ভেতরে মোবাইল ফোন ব্যবহারের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে যদি খেলা মাঝপথে পরিত্যক্ত হয়, তবে পরবর্তী দিনে বাকি থাকা সময়ের জন্য সেই ম্যাচটি সম্পন্ন করা হবে। খেতাব জয়ের লক্ষ্যে দলগুলোর প্রস্তুতি ও কঠোর নিয়মকানুনের মধ্য দিয়ে এবার এক জমাটি সুপার ফোরের লড়াই দেখতে পাওয়ার অপেক্ষায় রাজ্যের ফুটবলপ্রেমীরা।

মাস্টার্স স্পোর্টস উইং-এর রাজ্য-স্তরের প্রতিযোগিতা ও এজিএম-র দিনক্ষণ ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। 'মাস্টার্স স্পোর্টস উইং'-এর রাজ্য-স্তরের প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত একটি জরুরি বর্ধিত সাধারণ সভা আজ সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটায় জগন্নাথ বাড়ির কাছে অবস্থিত সংস্থার শাখা কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব ও নেতৃত্ব প্রদান করেন চেয়ারম্যান বি.কে ডাঃ জ্যোতিশ্বর সেন, সভাপতি আশিস কর, সহ-সভাপতি নলিনী দেবনাথ, সুপ্রভাত দেবনাথ ও লিটন রায়, সম্পাদক বি.কে. প্রিয় লাল সাহা এবং কোষাধ্যক্ষ অমিয় দাস। পাশাপাশি সংস্থার সিংহভাগ সদস্যরাই উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সভাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কার্য্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আশিষ কর এবং সাধারণ সম্পাদক প্রিয় লাল সাহা। উক্ত বৈঠকে সংস্থা পরিচালনা ও ক্রীড়া সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে, বিশেষ করে ডিসেম্বরের তৃতীয় অথবা চতুর্থ সপ্তাহে সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হবে এবং সেখান থেকেই আগামী তিন বছরের জন্য নতুন কার্য্যকরী কমিটি গঠন করা হবে। এই লক্ষ্যে সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করে সকল সদস্যকে অনতিবিলম্বে বার্ষিক বকেয়া চাঁদা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি নাগপুরে অনুষ্ঠিতব্য আগামী জাতীয় মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপকে কেন্দ্র করে আগামী ১৫ নভেম্বর রাজ্য-স্তরের চ্যাম্পিয়নশিপ তথা সিলেকশন ট্রায়ালের আয়োজন করা হচ্ছে। অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, কাবাডি, হ্যান্ডবল, যোগাসন এবং ভারোত্তোলনএই ছয়টি ইভেন্টে রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক মাস্টার্স খেলোয়াড়দের আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে ১০০ টাকা এন্ট্রি ফি দিয়ে ৭০৬০২২৬২৭৬ অথবা ৮৮৩৭৪০৬৬২৯ নম্বরে যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইউনাইটেড মাস্টার গেমস ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মনোনীত প্রিয়লাল সাহা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য ক্রীড়াঙ্গনের জন্য একটি অত্যন্ত গৌরবময় মুহূর্ত নিয়ে এলেন ত্রিপুরা মাস্টার স্পোর্টস উইংয়ের সম্পাদক প্রিয়লাল সাহা। ভারতের জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা ''ইউনাইটেড মাস্টার গেমস ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া''। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেছে। বিগত ১০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। এটি একটি অবৈতনিক সম্মানজনক পদ, যা মূলত দেশের বর্ষীয়ান অ্যাথলেটদের খেলাধুলার সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রদান করা হয়েছে। নবনিযুক্ত দায়িত্বে প্রিয়লাল সাহা জাতীয় ও রাজ্য উভয় স্তরেই বর্ষীয়ান ক্রীড়াবিদদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং ''মাস্টার গেমস''-এর প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন। এই নিয়োগ সংক্রান্ত চিঠির অনুলিপি ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এবং ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকের নিকট পেশ করা হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে জাতীয় স্তরের এত গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রিয়লাল সাহার অন্তর্ভুক্তিতে রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমী ও বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিরা তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

৫ গোলের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে স্পেনের শুভসূচনা

বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে শনিবার রাতে ৩-২ গোলে জিতেছে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল।ইয়ামালের গোলে পিছিয়ে পড়া ইংল্যান্ডকে সমতায় ফেরান অ্যান্থনি গর্ডন। একটু পর স্বাগতিকদের এগিয়ে নেন কেইন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তার ওই পেনাল্টি মিসের হতাশা। একসঙ্গে বদলি নেমে স্পেনের পরের দুটি গোল করেন অ্যালেক্স বায়েনা ও মিকেল ওইয়ারসাবাল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে টানা অপরাজেয় রেকর্ড যাত্রা ৩৯ ম্যাচে নিয়ে গেল স্পেন। সবশেষ হারের তেতো স্বাদ পায় তারা ২০২৪ সালের মার্চে, কলম্বিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে তাদের সবশেষ হার তো সেই ২০২৩ সালের মার্চে, ইউরো বাছাইয়ে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে।

'এ' লিগের তিন নম্বর গ্রুপের ম্যাচটিতে বল দখল ও আক্রমণে দুই দলই ছিল প্রায় সমানে-সমান। গোলের জন্য স্পেনের ১৫ শটের পাঁচটি ছিল লক্ষ্যে, আর ইংল্যান্ডের ১৩ শটের পাঁচটি লক্ষ্য ছিল।লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের শুরুটা হয় দুঃস্বপ্নের মতো। দলটির ডিফেন্ডার মার্ক গেয়ি নিজেদের বক্সের বাইরে বল পেয়ে বিপদমুক্ত না করে গোলরক্ষকের দিকে ঘুরে দাঁড়ান। ঠিক তার পেছনেই যে ইয়ামাল ওত পেতে আছেন, সেদিকে যেন খেয়ালই করেননি তিনি।সুযোগটি হাতছাড়া করেননি বার্সেলোনা তারকা। প্রতিপক্ষের থেকে বল কেড়ে নিয়ে বক্সে ঢুকে এগিয়ে আসা গোলরক্ষকের পাশ দিয়ে শট নেন ১৯ বছর বয়সি খেলোয়াড়। বল পোস্টের ভেতরের দিকে লেগে জালে জড়ায়।ইয়ামালের দ্বিতীয় মিনিটের গোলটি ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কোনো দলের তৃতীয় দ্রুততম। এর আগে ১৯৫৭ সালে স্কটল্যান্ড ও ১৯৫৩ সালে হাঙ্গেরি এই মাঠে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই ইংল্যান্ডের জালে বল পাঠিয়েছিল।

অষ্টম মিনিটে ইংল্যান্ডের জালে বল জড়ায় আবার। ফাবিয়া রুইসের ক্রসে বক্সে প্রথম স্পর্শে ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন বিশ্বকাপ ফাইনালে বদলি নেমে একমাত্র গোলটি করা ফেররান তরেস। কিন্তু তিনি অফসাইডে থাকায় গোল মেলেনি।ষোড়শ মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেন তরেস। ইয়ামালের থ্রু বল ধরে বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি। তার সামনে একমাত্র বাধা ছিল গোলরক্ষক। পিএসজি স্ট্রাইকারের প্রচেষ্টা এগিয়ে এসে রুখে দেন জেমস ট্র্যাফোর্ড।২৭তম মিনিটে আরেকটি সুযোগ নষ্ট করেন তরেস। রদ্রির পাস ধরে বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি, এবারও সামনে ছিল কেবল গোলরক্ষক, কিন্তু বাইরে মেরে বসেন বার্সেলোনার সাবেক এই খেলোয়াড়।প্রথম আধা ঘন্টায় খুব একটা ভালো করতে না পারলেও, কয়েক মিনিটের ঝলকে দুই গোল করে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের মধ্যে শুরু থেকে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিলেন যিনি, সেই গর্ডন সমতা টানেন ৩৬তম মিনিটে। নিজেদের অর্ধে ব্যাকহিল ফ্লিকে জুড বেলিংহ্যামের উদ্দেশ্যে বল বাড়িয়ে এগিয়ে যান তিনি। রেয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডারের ফিরতি পাস ধরে বক্সের বাইরে থেকে শটে উনাই সিমনকে পরাস্ত করেন বার্সেলোনার উইঙ্গার।

৪০তম মিনিটে ডিফেন্ডার মার্ক কুকুরেইয়ার ভুলে দ্বিতীয় গোল হজম করে স্পেন। বাঁ দিকের বাইলাইনের কাছ থেকে নিকো ও'রাইলির দারুণ ক্রসে বক্সে হেড করেন কেইন, আটকানোর চেষ্টায় পা বাড়ান কুকুরেইয়া, তার ঊরুতে পড়ে বল জালে জড়ায়।বিশ্বকাপে আট ম্যাচে স্রেফ একটি গোল হজম করে স্পেন, আর এখানে চার মিনিটের মধ্যে দুই গোল খেয়ে বসে তারা।৭৪তম মিনিটে দলের পরের গোলেও জড়িয়ে আছে বায়েনার নাম। তার পাস বক্সে পেয়ে এগিয়ে আসা গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ওইয়ারসাবাল। ৪৭তম মিনিটে চমৎকার এক গোলে দলকে এগিয়ে নেন ৪১ বছর বয়সি ক্রোয়াট অধিনায়ক লুকা মদ্রিচ। ৫৪তম মিনিটে কারাবেকের গোলে ম্যাচে ফেরে স্বাগতিকরা। ৭৭তম মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন মারিও পাসালিচ।গুঞ্জনটা কয়েক দিন ধরেই ছিল। এবার এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কোচ লিওনেল স্কালোনি নিশ্চিত করেছেন, লিওনেল মেসি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানার পর ক্রিস্টিয়ান রোমেরোই দলের অধিনায়কের আর্মব্যান্ড পরবেন।মেসির আবেগঘন এক বিদায়ের অপেক্ষায় আছে এখন আর্জেন্টিনা, আগামী ৬ অক্টোবর বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক ফুটবল অধ্যায়ের ইতি টানবেন। এমন সময়ই দলের নেতৃত্বে পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়ে দিলেন স্কালোনি।

এবারের ফিফা উইন্ডোতে বেনিনের বিপক্ষে ওই ম্যাচের আগেও আরও দুটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা, ১ অক্টোবর বলিভিয়া আর ৪ অক্টোবর মাঠে নামবে বুরকিনো ফাসোর বিপক্ষে। এই প্রীতি ম্যাচগুলোর আগে বিশ্বকাপজয়ী কোচ নিশ্চিত করেছেন, এই মৌসুমেই টটেনহাম থেকে আতলেতিকো মাদ্রিদে যাওয়া রোমেরোই আলবিলেস্তেদের নেতৃত্ব দেবেন।দলের ড্রেসিংরুমে নেতৃত্বের ক্রমও পরিষ্কার করেছেন স্কালোনি। টিওআইসি স্পোর্টসকে তিনি বলেন, 'অধিনায়ক হবে রোমেরো। মেসি ও ওতামেন্দির পর সে এমনিতেই তৃতীয় অধিনায়ক ছিল। এমিলিয়ানো মার্তিনেজ আছে, সেও আর্মব্যান্ড পরতে পারে। রদ্রিগো ডি পল, যে এই দুটি ম্যাচে থাকবে না, সেও অধিনায়ক হতে পারে। লাওতারো মার্তিনেজও পরতে পারে।'এবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই দায়িত্ব পেলেও দেশের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব রোমেরোর জন্য নতুন নয়। দলের নিয়মিত অধিনায়করা না থাকায় এরই মধ্যে তিনবার তিনি অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নেমেছেন। ২০২৫ সালে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে চিলির বিপক্ষে ১—০ গোলের গুরুত্বপূর্ণ জয়ে প্রথমবার অধিনায়কের আর্মব্যান্ড পরেন তিনি।

জাতীয় সম্মানে ভূষিত ত্রিপুরার ফিজিওথেরাপিস্ট ডাঃ অংশুমান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। চিকিৎসাক্ষেত্রে এক অনন্য সাফল্য অর্জন করলেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট ফিজিওথেরাপিস্ট ডাঃ অংশুমান দাশগুপ্ত। ফিজিওথেরাপির উন্নয়ন, প্রচার ও প্রসারে তাঁর বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। গত ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর দিল্লির যশভূমি কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত ওয়ার্ল ফিজিওথেরাপি এশিয়া ওয়েস্টার্ন স্পেসিফিক রিজিওনাল কনফারেন্সে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ফিজিওথেরাপিস্টস-এর কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে এই বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুরেশ বাবু রেড্ডি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। উল্লেখ্য, ডাঃ দাশগুপ্ত বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য শাখার কোষাধ্যক্ষ এবং রাজ্য সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সিলেন্স-এ ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে কর্মরত।

এই গৌরবময় অর্জনকে সমগ্র ত্রিপুরার জন্য একটি বড় প্রাপ্তি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। ডাঃ অংশুমান দাশগুপ্ত জানান, এই স্বীকৃতি তাঁকে আগামী দিনে পেশাগত সততা, নিষ্ঠা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সাথে কাজ করতে আরও অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন ত্রিপুরা শাখার চিফ অ্যাডভাইজার ডাঃ সুজিত রায়, রাজ্য সভাপতি ডাঃ বীরবর দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সোম্য ভট্টাচার্য এবং যৌথ সম্পাদক ডাঃ রাজন চৌধুরীসহ অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

৪৪ বছর পর ম্যারাথনে পদক

৪৪ বছর পর এশিয়ান গেমসে ম্যারাথনে পদক পেল ভারত। নাগোয়া গেমসে ম্যারাথনে রুপো জিতলেন সাওয়ান বারওয়াল। রুপো এসেছে মহিলাদের দলগত শুটিংয়েও। স্কোয়াশের মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জ পেয়েছে জ্যোৎস্না চিনাপ্পা-ভেলাভান সেন্থিলকুমার জুটি। ব্যাডমিন্টনের সিঙ্গলসে বিদায় নিলেন লক্ষ্য সেন।১৯৮২ সালের এশিয়ান গেমসে ম্যারাথনে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন হোসুর কুক্কাপ্পা সীতারাম। তার পর ভারতের আর কোনও অ্যাথলিট এশিয়ান গেমসের ম্যারাথনে পদক জিততে পারেননি। দীর্ঘ দিনের আক্ষেপ মেটালেন সাওয়ান। ২ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে নতুন জাতীয় রেকর্ডও গড়েছেন তিনি। ৪৮ সেকেন্ডের জন্য সোনা হাতছাড়া হয়েছে সাওয়ানের। জাপানের ইচিতাকা ইয়ামাশিতা ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড সময় করে সোনা জিতেছেন। ছেলেদের ম্যারাথনে ভারতের আর এক প্রতিযোগী কার্তিক কারকেরা অবশ্য হতাশ করেছেন। ১৯ জনের মধ্যে ১৭ নম্বরে শেষ করেছেন তিনি।ছ'মাস আগে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছিলেন সাওয়ান। ১৯৭৮ সালে শিবনাথ সিংহ ২ ঘণ্টা ১২ মিনিট ম্যারাথন শেষ করেছিলেন। প্রায় ৪৮ বছর অক্ষত ছিল তাঁর জাতীয় রেকর্ড। রটারডামে ওয়ার্ল অ্যাথলেটিক গোল্ড লেবেল রোড রেসে ২ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড সময় করে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন সাওয়ান। নাগোয়ায় নিজের তৈরি রেকর্ড ভেঙে রুপো জিতলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ান। ছ'মাস আগে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়ার পরই ২০২৮ সালের অলিম্পিক্সকে লক্ষ্য করে প্রস্তুতি শিরি করেন তিনি। সেই প্রস্তুতির মধ্যেই এশিয়ান গেমস থেকে দেশকে পদক এনেদিলেন ৪৪ বছর পর।শুটিংয়ে মহিলাদের দলগত ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশন ইভেন্টেও রুপো জিতেছে ভারত। আশি চৌকসে, তিলত্তমা সেন এবং বিদর্সা বিনোদ ১৭৬৩ পয়েন্ট স্কোর করে দ্বিতীয় হয়েছেন। তাঁরা ৯০টি শটে ১০ পয়েন্ট পেয়েছেন। এই ইভেন্টে ১৭৭৩ পয়েন্ট পেয়ে সোনা জিতেছে চিন। তাদের ১০ পয়েন্ট এসেছে ১০৫টি শট থেকে।১৭৫৪ পয়েন্ট পেয়ে ব্রোঞ্জ কাজাখস্তানের। তাদের ৮৯টি শটে ১০ পয়েন্ট এসেছে।স্কোয়াশের মিক্সড ডাবলসের সেমিফাইনালে হেরে গেল চিনাপ্পা-সেন্থিলকুমার জুটি। হংকংয়ের লি কা ই-ট্যাং মিং হং জুটির কাছে তাঁরা হেরেছেন ১০-১১, ১১-২, ১০-১১ ব্যবধানে। ফলে তাঁদের ব্রোঞ্জ পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল।

ব্যর্থ রোনাল্ডো, ওয়েলসের বিরুদ্ধে পর্তুগালকে জয় এনে দিলেন ফেলিক্স, জার্মানিকে আটকাল ডাচরা

লিসবন: তিনি নিজেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এখনও দলকে দেওয়ার মত তাঁর কাছে অনেক কিছুই রয়েছে। এখনই অবসর নিতে চাননি। লিওনেল মেসি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সরে দাঁড়ালেও পর্তুগালের জার্সিতে খেলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এমনকী নেশন্স লিগের স্কোয়াডেও তাঁকে রেখেছিলেন নতুন পর্তুগিজ কোচ হোর্হে জেসুস। তবে নেশন্স লিগে পর্তুগালের প্রথম মাচে কিন্তু চূড়ান্ত ব্যর্থ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। প্রচুর সুযোগ মিস করলেন। মাঠে বারবার নিজের মেজাজ হারাতেও দেখা গেল সি আর সেভেনকে। পর্তুগালকে জয় এনে দিলেন জোয়াও ফেলিক্স। ম্যাচের প্রথমার্ধে জোয়াও ফেলিক্সের একটি শট প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের গায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে জালে জড়ায়, আর তাতেই পর্তুগালের জয় নিশ্চিত হয়। রোনাল্ডো সুযোগ মিস করলেও মাচে অবশ্য নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল পর্তুগাল। ওয়েলস গোটা মাচে মাত্র ৪টি শট নিতে পেরেছিল। তার বদলে পর্তুগালের গোলমুখি শট ১৯টি। খেলার প্রথমার্ধে ২২ মিনিটের মাথায় পর্তুগাল প্রথম গোলটি পায়। জোয়াও ফেলিক্স ফাঁকা স্পেস পেয়ে পোস্ট লক্ষ্য করে একটি নীচু শট নিলে বল জালে জড়িয়ে যায়। শটটি ওয়েলসের অধিনায়ক বেন ডেভিসের গায়ে সামান্য লেগে দিক পরিবর্তন করে, যার ফলে গোলরক্ষক ড্যানি ওয়ার্ড সামাল দিতে পারেননি নিজের শরীর। মাচের পর ফেলিক্স নিজেও জানান যে তাঁরা যে প্রচুর সুযোগ মিস করেছিলেন। তিনি বলছেন, ''প্রথমার্ধে আমরা ১৩টি শট নিয়েছিলাম। কিন্তু সেভাবে গোলমুখ খুলতে পারিনি আমরা। আমরা একটি গোল করেছি আর কোনও গোল হজম করিনি। এটাই সবচেয়ে বড় বিষয়।'' ঘরের মাঠের দর্শকদের নজর ছিল কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দিকে। নিজের আন্তর্জাতিক গোলসংখ্যা একটিও বাড়াতে পারেননি এই মাচে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নিজে বলেছেন, ''আমি নিজে যখন মনে করব যে পর্তুগাল দলে আমাকে আর প্রয়োজন নেই, তখন আমি নিজে থেকেই সরে যাব।''ধারেভারে ব্রাজিলের সঙ্গে কোনও তুলনাই হয় না ভারতের। তবু এ দেশে প্রথম বার খেলতে আসার আগে ভারতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের দেশ। কোচ কার্লো আনচেলোত্তি জানিয়েছেন, র‍্যাঙ্কিংয়ে যতই পিছিয়ে থাকুক ভারত, তারা মোটেই এই ম্যাচকে হালকা ভাবে দেখতে রাজি নন। ভারতের দর্শকদের সামনে খেলতেও মুখিয়ে রয়েছেন তিনি।আনচেলোত্তি বলেছেন, ''বিশ্বের প্রতিটি কোণায় ব্রাজিলের সমর্থকেরা রয়েছেন। ভারতে খেলতে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে আমরা আপ্লুত। শুধু ব্রাজিলীয়দের জন্য নয়, ভারতীয়দের জন্যও দারুণ ম্যাচ হবে।''এটি প্রদর্শনী ম্যাচ হলেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন আনচেলোত্তি। বলেছেন, ''এটা প্রস্তুতি বা প্রদর্শনী ম্যাচ হতে পারে। কিন্তু আমরা কোনও ম্যাচকেই প্রদর্শনী হিসাবে দেখি না।''অতীতে কখনও ভারতে আসেননি আনচেলোত্তি। তাই নতুন সংস্কৃতি, নতুন দেশকে দেখতে মুখিয়ে তিনি। বলেছেন, ''অন্যান্য দেশ, তাদের সংস্কৃতিকেও দেখা উচিত আমাদের। বিভিন্ন কৌশলে খেলা দেশগুলোর বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে ভালই লাগে।''তাঁর সংযোজন, ''ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ উত্তেজক হতে চলেছে। বিশ্বমানের প্রতিপক্ষদের সঙ্গে খেলার ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই ভারতের।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে ভোটগ্রহণ, দুর্গম এলাকাতেও ভোটারদের ছিল উৎসাহ

আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের (টিটিএএডিসি) অধীন ভিলেজ কমিটির সাধারণ নির্বাচনে সোমবার সকাল থেকে রাজ্যজুড়ে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি টিটিএএডিসি এলাকার প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলের ভোটাররাও ভোটকেন্দ্রে এসে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে গোটা রাজ্যে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভৌগোলিক প্রতিকূলতা ও দুর্গম পার্বত্য এলাকার কারণে বেশ কিছু অঞ্চলে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সমস্যার মুখে পড়তে হলেও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে তাঁদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রত্যন্ত জনপদ থেকে শুরু করে তুলনামূলকভাবে সহজে পৌঁছনো ভোটকেন্দ্রগুলিতেও সকাল থেকেই ভোটারদের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। নিজেদের এলাকার ভিলেজ কমিটির প্রতিনিধি নির্বাচনের লক্ষ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিচ্ছেন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ভোটারদের শান্তিপূর্ণভাবে এবং নির্ভয়ে ভোটদানে অংশ নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

এবার মোট ৫৮৭টি ভিলেজ কমিটির ২,৯৫০টি আসনে ভোটগ্রহণ হচ্ছে। প্রায় ৬.৬৫ লক্ষ ভোটার এই নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন। ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ৮,১৭৬ জন প্রার্থী। এর আগে ১,৬৪৪টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া তিনটি আসনে কোনও মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে কমিশন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ৭৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ)-এর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ ও ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের (টিএসআর) ৮,৯৭৭ জন সদস্যকে নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নজরদারির জন্য আরও প্রায় ১,৫০০ জন নিরাপত্তা আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্পর্শকাতর ভোটকেন্দ্রগুলিতে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকাতেও ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ঘিরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমানে আমাদের দেশ স্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেবা ও সুশাসনের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের কল্যাণে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। তিনি দেশবাসীর দুঃখ কষ্ট উপলব্ধি করতে পারেন বলেই বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত করেছেন। ১২ বছর আগেও দেশে অস্থিরতা ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমানে আমাদের দেশ স্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। আজ মহারাজগঞ্জ বাজারের মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে রক্তদান ও বস্ত্রদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষ্যে সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত একমাসব্যাপী সেবা সংকল্প অভিযান চলছে। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় ২৫ কোটি মানুষকে তিনি দারিদ্র্যসীমার উপরে নিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ঘরে ঘরে গ্যাসের সংযোগ, বিশুদ্ধ পানীয়জল, শৌচাগার, স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা এবং মানুষের আস্থা নিয়েই রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় প্রায় ১০০ শতাংশ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান ও বস্ত্রদান শিবির আয়োজনের প্রশংসা করে বলেন, রক্তদান হলো সবচেয়ে মহৎ সেবা। এই উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বাজারগুলির উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্য সরকার কোনও ধরনের অনৈতিক কাজকে প্রশ্রয় দিচ্ছে না। মহারাজগঞ্জ বাজারের মৎস্য ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য প্রায় ৩০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আধুনিক মৎস্য বাজার নির্মাণের কাজ চলছে। ব্যবসায়ীদের কল্যাণেও রাজ্য সরকার ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, আগরতলার ১০টি বাজারের ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। তিনি মৎস্য ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে রক্তদান ও বস্ত্রদান শিবিরের আয়োজন করার জন্য তাদের অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পূর্ত ও স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপার্সন রত্না দত্ত, পুরনিগমের কমিশনার সাজু বাহিদ এ, মহারাজগঞ্জ মৎস্য বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ভবতোষ দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহারাজগঞ্জ মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুধীর দাস। মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য ৫০ হাজার টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে কয়েকজন মহিলার হাতে বস্ত্র তুলে দেন। তিনি রক্তদাতাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির উপদেষ্টা হরেন্দ্র দাস।

বিশালগড়ে চুরির ঘটনায় গ্রেফতার পাঁচ, উদ্ধার মোবাইল

বিশালগড়, ২৮ সেপ্টেম্বর: বিশালগড়ের নেতাজিনগর এলাকায় চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে পাঁচজনকে গ্রেফতার করল বিশালগড় থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ওই মোবাইল ফোনে চুরি হওয়া সোনার গয়নার ছবি বা ভিডিওর ফুটেজ রয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে বিশালগড়ের নেতাজিনগর এলাকার বাসিন্দা শেফালী দাসের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরপর রবিবার গভীর রাতে বিশালগড়ের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

সোমবার দুপুরে ধৃতদের কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আদালতে তোলা হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। এই চুরির ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিশালগড় থানার ওসি বাবুল দাস ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি জানান, চুরির ঘটনার তদন্ত চলছে। এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা মূল অভিযুক্ত তথা মাস্টারমাইন্ডকে চিহ্নিত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করছে পুলিশ। পাশাপাশি, চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদেরও পর্যায়ক্রমে গ্রেফতার করা হবে বলে জানান তিনি।

চুরির ঘটনায় পাঁচজনের গ্রেফতারির পর তদন্তে নতুন তথ্য উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনের ফুটেজ খতিয়ে দেখে চুরি হওয়া সামগ্রী উদ্ধার এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

টি.টি.এ-র উদ্যোগে ১৭ কৃতী পড়ুয়াকে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি প্রদান

আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা বেসরকারি শিক্ষক সমিতি (টি.টি.এ)-র উদ্যোগে ২০২৬ সালের মাধ্যমিকোত্তর ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, আগরতলা-৮-এর কর্নেল মহিম ঠাকুর সরণিতে দিগ্বিজয় ভবন সংলগ্ন সাগর বিবাহভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীন সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত ১৭ জন কৃতী পড়ুয়ার হাতে এককালীন ৫,০০০ টাকা করে বৃত্তি তুলে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২ হাজার টাকার বেশি ইউপিআই লেনদেনে চার্জ

কেন্দ্রের জবাব চাইল সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ২ হাজার টাকার বেশি নির্দিষ্ট ইউপিআই লেনদেনে মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (এমডিআর) চালুর কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলায় সোমবার কেন্দ্রের কাছে জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট। তবে এই পর্যায়ে নতুন কাঠামো কার্যকর করার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিতে রাজি হয়নি শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও ভি. মোহনার বেঞ্চ কেন্দ্র, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই), ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই) এবং ইউপিআই অ্যান্ড সার্ভিসেস স্টিয়ারিং কমিটির কাছে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব চেয়েছে।

আইনজীবী অঞ্জন দত্তের মাধ্যমে আইনজীবী আশুতোষ দুবে এই আবেদন দায়ের করেছেন। ২০২৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর জারি করা কেন্দ্রের গেজেট বিজ্ঞপ্তি এবং ১৫ সেপ্টেম্বর ঘোষিত কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে আবেদনে। ওই কাঠামো অনুযায়ী, নির্দিষ্ট ব্যক্তি-থেকে-বণিক ইউপিআই লেনদেনে ২ হাজার টাকার বেশি অঙ্কের ক্ষেত্রে এমডিআর নেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে।

কেন্দ্রের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এন. ভেঙ্কটরমন আদালতকে জানান, নতুন চার্জ ১৫ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে এবং ৯৬ শতাংশ লেনদেনের ক্ষেত্রে এই চার্জ প্রযোজ্য হবে না।

তিনি আরও জানান, জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে চার্জ সর্বোচ্চ ৫ টাকা রাখা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এটি কোনও অর্থ আত্মসাৎ নয়; বরং পেমেন্ট অ্যাগ্রিগেটর এবং ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে একটি সেটেলমেন্ট ফি। সরকার এই অর্থের কোনও অংশ পাবে না বলেও তিনি জানান। কেন্দ্রের আইন আধিকারিক আরও বলেন, ইলেকট্রনিক লেনদেন প্রক্রিয়াকরণে ব্যাঙ্কগুলির খরচ হয় এবং ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড লেনদেনে চার্জ নেওয়া হয়। এতদিন ইউপিআই লেনদেন এই ধরনের চার্জ থেকে মুক্ত ছিল। ইউপিআই ব্যবস্থাকে দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর রাখতে এই ফি প্রয়োজন বলেও কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়।

আবেদনে নির্দিষ্ট ২ হাজার টাকার বেশি পি২এম ইউপিআই লেনদেনে ০.৪ শতাংশ এমডিআর আরোপের প্রস্তাবকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। ৭৫ হাজার টাকা বা তার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে এই চার্জ সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা করার প্রস্তাব রয়েছে। কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পৃথক হারও নির্ধারণ করা হয়েছে।

আবেদনকারীর দাবি, এই কাঠামো স্বেচ্ছাচারী ও বৈষম্যমূলক এবং পর্যাপ্ত আইনি সুরক্ষা ছাড়াই দেশজুড়ে আর্থিক বোঝা তৈরি করছে। ২ হাজার টাকার সীমা, মাসে ১ লক্ষ টাকা ইউপিআই গ্রহণের শ্রেণিবিন্যাস, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃথক হার এবং ৭৫ হাজার টাকার ঊর্ধসীমা নির্ধারণের ভিত্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

কেন্দ্র অবশ্য জানিয়েছে, সংশোধিত কাঠামোর উদ্দেশ্য ইউপিআই ব্যবস্থার আর্থিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। অর্থ মন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী, উচ্চমূল্যের বণিক লেনদেনে সামান্য ফি থেকে পাওয়া অর্থ পরিকাঠামো, সাইবার নিরাপত্তা এবং তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ স্তরের শহর ও গ্রামীণ এলাকার ছোট ব্যবসায়ীদের সহায়তায় ব্যবহার করা হবে। কেন্দ্রের দাবি, গ্রাহকদের জন্য ইউপিআই পরিষেবা বিনামূল্যেই থাকবে এবং ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তি লেনদেনের ক্ষেত্রে অঙ্ক নির্বিশেষে কোনও চার্জ থাকবে না। ইউপিআই কিউআর কোডের মাধ্যমে মাসে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করা বণিকরাও শূন্য চার্জের সুবিধা পাবেন। ২ হাজার টাকার কম বণিক লেনদেনের ৯৫ শতাংশেরও বেশি বিনামূল্যে থাকবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।

আরবিআইও জানিয়েছে, বড় অঙ্কের ইউপিআই লেনদেনে এমডিআর চালু করা ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব জোরদার করার পদক্ষেপ। একই সঙ্গে ব্যবহারকারীদের জন্য ইউপিআই লেনদেন বিনামূল্যে থাকবে বলেও জানানো হয়েছে।

আমতলীর বাবুল চৌমুহনী থেকে ১১টি গরু-সহ বোলেরো ম্যাক্স আটক, গ্রেফতার চালক

আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর: আমতলী থানাধীন বাবুল চৌমুহনী এলাকা থেকে ১১টি গরু-সহ একটি বোলেরো ম্যাক্স গাড়ি আটক করল আমতলী থানার পুলিশ। রবিবার রাতে গাড়িটি আটক করা হয়। গাড়িটির নম্বর টিআর -০৩ এল - ১৫৯৮। এই ঘটনায় গাড়ির চালক জামাল হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁর বাড়ি সোনামুড়ার মতিনগর এলাকায় বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আমতলী থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী জানান, রাতে পুলিশি তল্লাশির সময় গাড়িটিকে আটক করা হয়। গাড়িতে ১১টি গরু ছিল। প্রাথমিকভাবে গরু পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বৈধ নথিপত্র ও অনুমতিপত্রের অভাব রয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। এরপর গাড়ি-সহ গরুগুলিকে আটক করে চালককে হেফাজতে নেওয়া হয়।

ওসি আরও জানান, বাইপাস-সহ বিভিন্ন রুট দিয়ে গরু পাচারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছে। বিশেষ করে রাতের বেলায় এই ধরনের বেআইনি পরিবহণ রুখতে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সেই নজরদারির অংশ হিসেবেই বাবুল চৌমুহনী এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আটক গরুগুলি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং এর পিছনে কোনও পাচারচক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

জলাতঙ্ক প্রতিরোধে প্রজ্ঞাভবনে সচেতনতামূলক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর: বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে আজ প্রজ্ঞাভবনের ৩নং হলে ১ দিনের সচেতনতামূলক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাণীসম্পদ দপ্তরের বিশেষ সচিব এস প্রভু। জলাতঙ্ক প্রতিরোধে টিকাকরণ, নজরদারি ও জনসচেতনতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে তিনি বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন, বিভিন্ন দপ্তর ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। প্রতি বছর ভারতে প্রায় ৯১ লক্ষ প্রাণীর কামড়ের ঘটনা ঘটে থাকে। তবে মানুষের মধ্যে র্যাবিস সংক্রমণের অধিকাংশই কুকুরের কামড়ের সাথে সম্পর্কিত। তিনি বলেন, সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায়ও এই র্যাবিস নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধেই নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, ২০২৪-২৫ সালে রাজ্যের ২৫, ১১৯টি প্রাণীকে র্যাবিসের টিকা দেওয়া হয়। ২০২৫-২৬ সালে টিকাকরণের সংখ্যা দেড়গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। চলতি বছরেও এখন পর্যন্ত প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় ৪০০০ কুকুরকে এই টিকাকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এবিষয়ে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব এবং অধিকর্তা ড. নীরজ কুমার চঞ্চল বলেন, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ত্রিপুরাকে সম্পূর্ণ র্যাবিস মুক্ত করতে হবে। এই লক্ষ্যেই আজকের এই সেমিনার আয়োজিত হয়েছে। তিনি সকলকে এই কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে সেমিনারের কারিগরি সেশনে প্রাণী চিকিৎসা দৃষ্টি কোন থেকে র্যাবিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন আরকেনগর ভেটেরিনারি কলেজের অধ্যাপক ড. পরিমল রায়।

"ডগস রাইটস ম্যানেজমেন্ট এন্ড হিউম্যান র্যাবিস পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইলাক্সিস" এই বিষয়ে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালন

খোয়াই, ২৮ সেপ্টেম্বর: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে, খোয়াই কালচারাল সেলের সহযোগিতায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। গত ২৫ সেপ্টেম্বর খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের অডিটোরিয়াম হলে এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। একটি গাছে জল সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিধায়ক-সহ অন্যান্য অতিথিরা।

উদ্বোধনী বক্তব্যে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন, আদর্শ ও চিন্তাধারা নিয়ে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর, মানিক সরকারের কনভয়ে হামলার নিন্দা

আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের (টিটিএএডিসি) ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। একইসঙ্গে রবিবার বামুটিয়ায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের কনভয়ে ইট-পাটকেল ছোড়ার অভিযোগের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই কাম্য নয়।

সোমবার আগরতলায় একটি অনুষ্ঠানের ফাঁকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানিক সরকারের বামুটিয়া সফরের ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজে খোঁজ নিয়েছেন। পুলিশ তাঁকে জানিয়েছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় ডাবল এসকর্টের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ডা. মানিক সাহা বলেন, আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ নিয়েছিলাম। পুলিশ দপ্তর থেকে আমাকে জানানো হয়েছে, তাঁর সফরের জন্য ডাবল এসকর্ট দেওয়া হয়েছিল। আমিও লক্ষ্য করেছি, তিনিও স্বীকার করেছেন যে পুলিশ অত্যন্ত ভালো কাজ করেছে।

ঘটনাস্থলে জমায়েত হওয়া মানুষজনের পরিচয় ও উপস্থিতির কারণ নিয়েও বিভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, কেউ বলছেন সেখানে ১০,৩২৩-এর সঙ্গে যুক্ত মানুষজন ছিলেন। আবার কেউ বলছেন, রোজভ্যালি সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষজন সেখানে এসেছিলেন। তবে জমায়েতের কারণ যাই হোক না কেন, এ ধরনের আচরণ গ্রহণযোগ্য নয় বলে স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, যেই থাকুক না কেন, এভাবে ঘটনা ঘটানো কোনওভাবেই কাম্য নয়। এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ নয়। গত ৩৫ বছরে যে ধরনের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল, তা থেকে সবাইকে দূরে থাকার জন্য আমি বারবার আহ্বান জানাব।

এদিকে, দীর্ঘ ১০ বছর পর টিটিএএডিসি এলাকায় অনুষ্ঠিত ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটারদের নির্ভয়ে ভোটদানের আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। যারা এখনও ভোট দিতে বের হননি, তাঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজেদের নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আবেদন জানান তিনি।

ডা. সাহা জানান, তিনি রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁকে জানানো হয়েছে যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটগ্রহণ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি সকলকে বলব, ভয় না পেয়ে ভোট দিতে বেরিয়ে আসুন। নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিন। আমি বলছি না যে আমাদের দলকেই ভোট দিতে হবে। আপনারা যাঁকে উপযুক্ত মনে করবেন, তাঁকেই ভোট দিন। ভোট দেওয়া যেমন আপনার কর্তব্য, তেমনই এটি আপনার অধিকার।

ভোটারদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিত্ব কারা করবেন এবং আগামী দিনে এলাকার উন্নয়নে কারা ভূমিকা রাখবেন, তা নির্ধারিত হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। শান্তিপূর্ণ ও উৎসবের পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন করার ওপরও গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনজীবনে ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্যে মাসব্যাপী 'সেবা সংকল্প অভিযান' নিয়েও বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, আগামী ৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর জনজীবনের ২৫ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। সেই উপলক্ষে সরকার ও দলের পক্ষ থেকে মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই অভিযানে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনও এগিয়ে এসে অংশগ্রহণ করছে। তাঁদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, সামাজিক সংগঠনগুলির অংশগ্রহণের ফলে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন দৃশ্যমান হচ্ছে। তিনি বলেন, সেবা সংকল্প অভিযান'-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনও এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠার উদ্যোগ নিয়েছে। তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই অংশগ্রহণ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

জীবনসংকটাপন্ন অন্ত্রের প্যাঁচ থেকে জরুরি অস্ত্রোপচারে সুস্থ হয়ে ফিরল ১৮ দিনের শিশু

আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর: একটি জটিল নবজাতক অস্ত্রোপচারের ঘটনায়, জীবনসংকটাপন্ন ইনটেস্টাইনাল ম্যালরোটেশন উইথ মিডগাট ভলভুলাসঅর্থাৎ অন্ত্রের অস্বাভাবিক অবস্থান ও অন্ত্র পেঁচিয়ে যাওয়ার সমস্যায় আক্রান্ত ১৮ দিনের এক পুত্রশিশুর সফল অস্ত্রোপচার করা হয়েছে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ ও ড. ব্রাম টিচিং হাসপাতালে।

শিশুটির নাম মাস্টার আহাদুল ইসলাম। ২০২৬ সালের ২৭ আগস্ট মাকুন্দা হাসপাতালে স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে তার জন্ম হয়। সে তার বাবা-মা২৫ বছর বয়সি রুবিনা বেগম এবং ৩১ বছর বয়সি বিলাল মিয়ার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁদের বাড়ি ধর্মনগরের বাগ্যাপুরে। শিশুটির বাবা পেশায় রাজমিস্ত্রি এবং মা গৃহবধূ। জন্মের পর মা ও শিশুকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

প্রায় এক সপ্তাহ পর শিশুটির জন্ডিস দেখা দিলে তাকে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে এজিএমসি-তে রেফার করা হয়। জন্ডিসের চিকিৎসা চলাকালীন শিশুটির বারবার পিত্তযুক্ত বমি হতে থাকে, যা নবজাতকের অন্ত্রের বাধার একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কসংকেত। অন্ত্রের কোনো অস্ত্রোপচারযোগ্য সমস্যা থাকতে পারে বলে সন্দেহ হওয়ায় ২০২৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শিশুটিকে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ ও ড. ব্রাম টিচিং হাসপাতালে রেফার করা হয়।

শশুটিকে স্পেশাল নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট (এসএনসিইউ)-তে ভর্তি করা হয়। তাঁর চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন পেডিয়াট্রিক ও নিওনেটাল সার্জন ডা. অনিরুদ্ধ বসাক। প্রাথমিকভাবে শিরায় তরল ও অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পাশাপাশি শিশুটির বিস্তারিত শারীরিক পরীক্ষা ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

পরীক্ষায় ইনটেস্টাইনাল ম্যালরোটেশন উইথ মিডগাট ভলভুলাস বা অন্ত্রের অস্বাভাবিক অবস্থানের কারণে অন্ত্র পেঁচিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

মিডগাট ভলভুলাস নবজাতকের একটি গুরুতর অস্ত্রোপচারজনিত জরুরি অবস্থা। এই অবস্থায় অন্ত্র তার রক্তনালির চারপাশে পেঁচিয়ে যায়। দ্রুত চিকিৎসা না হলে অন্ত্রে রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হয়ে ইস্কিমিয়া ও গ্যাংগ্রিন হতে পারে। পরবর্তীতে গুরুতর সংক্রমণ এবং প্রাণহানির আশঙ্কাও দেখা দিতে পারে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০২৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর, শিশুটির ১৮ দিন বয়সে, জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়। ডা. অনিরুদ্ধ বসাক ও তাঁর সার্জিক্যাল টিম অস্ত্রোপচারটি সম্পন্ন করেন। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলা এই অস্ত্রোপচারে পেঁচিয়ে যাওয়া অন্ত্র সাবধানে মুক্ত করা হয় এবং অন্ত্রের অস্বাভাবিক অবস্থান সংশোধন করা হয়।

তবে অস্ত্রোপচারের পরবর্তী সময়ও সহজ ছিল না। শিশুটির সেপসিস দেখা দেয় এবং তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ, বিশেষায়িত চিকিৎসা ও অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়। প্রায় নয় দিন পর চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পারিবারিক অসুবিধার কারণে শিশুটির পরিবার চিকিৎসকদের পরামর্শের বিরুদ্ধে হাসপাতাল থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় ডিসচার্জ এগেইনস্ট মেডিক্যাল অ্যাডভাইস (ডামা) নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ২০২৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, শিশুটির বয়স প্রায় এক মাস হলে,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 29-09-2026, 00:46